জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

রাজপথে সিজেপি

১১টি প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। চারটের মধ্যে পূরণ হয়নি তিনটে দাবি। তারই প্রতিবাদেই আবার আগামী ৫ সেপ্টেম্বর রাজধানীর রাজপথে নামছে সিজেপি। মিছিল হবে ইন্ডিয়া গেট থেকে দিল্লি পুলিশের সদর দফতর পর্যন্ত

নতুন নিম্নচাপ

বঙ্গোপসাগরে নতুন নিম্নচাপ। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ

নেপালে মৃত্যুমিছিল, হড়পা বানে নিখোঁজ ১০৫ ভারতীয়

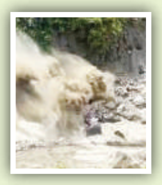

নার্সদের পোশাকবিধি নিয়ে ফতোয়া জারি স্বাস্থ্যভবনের

বর্ষ - ২২, ই-সংখ্যা • ২৭ অগাস্ট, ২০২৬ • ৯ ভাদ্র ১৪৩৩ • বৃহস্পতিবার • ১৬ পাতা • Vol. 22, E-Edition • JAGO BANGLA • THURSDAY • 27 AUGUST, 2026 • 16 Pages • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

বিষ্ণুপুরের তৃণমূল সভাপতিকে পৈশাচিক নির্যাতন বিজেপির

নৈরাজ্যের আর এক নাম বাংলা

প্রতিবেদন : মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায় এই ঘটনা। তিন মাস এসেই বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতার আস্ফালন ঘটাচ্ছে। পৈশাচিক হামলা চালাচ্ছে বিরোধী নেতা-কর্মীদের উপর। মঙ্গলবার রাতে সাতগাছিয়া বিধানসভার বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকে ঘটল তেমনই এক নিদারুণ ঘটনা। তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জ্ঞানানন্দ সামন্তের উপর নির্মম অত্যাচার চালাল বিজেপি। অপরাধীরা প্রকাশ্যেই হিংসা ও তাণ্ডব চালাল। প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে গেল। পুলিশ যদি জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে সাধারণ মানুষের সুরক্ষা কোথায়? বিষ্ণুপুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে তোপ দাগলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের সাফ কথা, সুশাসনে ব্যর্থ হয়ে বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বর্বরোচিত আক্রমণ চালাচ্ছে। গণতন্ত্রে তা দুর্ভাগ্যজনক। আরও দুর্ভাগ্যজনক যে অপরাধীরা বেপরোয়া হয়ে উঠছে প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায়। ক্ষমতা দখলের এই অপসংস্কৃতি বাংলার শান্তি ও সম্প্রীতি নষ্ট করছে। তৃণমূল এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় অবিলম্বে সমস্ত দোষীর কঠোর শাস্তির দাবি জানায়। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিষেক লিখেছেন, মঙ্গলবার গভীর রাতে নৃশংস ও কাপুরুষোচিত ঘটনাটি সমগ্র বঙ্গবাসীর মনে গভীর ভয়ের ও আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে। সাতগাছিয়া বিধানসভার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর-২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি জ্ঞানানন্দ সামন্তের উপর যেভাবে বিজেপির গুন্ডাবাহিনী হামলা চালিয়েছে এবং অমানবিক নির্যাতন ও অত্যাচার করেছে, তা কোনওভাবেই সভ্য সমাজের অঙ্গ হতে পারে না। এই ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা আমাদের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ওপর কলঙ্কের দাগ ফেলে দিয়েছে। (এরপর ৯ পাতায়)

অপরাধীরা প্রকাশ্যেই হিংসা-তাণ্ডব চালাচ্ছে নীরব দর্শক পুলিশ

নিন্দায় সরব অভিষেক

বিবস্ত্র করে মারধর। বর্বরতা বিজেপির।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

এ ধরণী

এ ধরণীর মাটির বাঁধন
বাঁধুক জোরে মোদের,
সোনার মাটির চেয়েও খাঁটি
দেশটা সবার নিজের।

এই মাটির প্রতি ধূলিতে
জন্ম নবজাগরণের
এই মাটির বীরত্ব পূর্ণে
ধন্য জন্ম মোদের।

এই মৃত্তিকায় বরণীয় সব
বীর সন্তানের দল
এই মাটিতেই গড়তে হবে
সফল সাধনার ফসল।

এই মাটিতেই জন্ম নিয়েছে
অনেক ইতিহাস দীক্ষা,
এই ধরণীই দিক সবারে
প্রকৃত মানব শিক্ষা।

হড়পা বানে ছারখার নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকা।

নেপালের হড়পা বানে নিখোঁজ ১০৫ ভারতীয়

কাঠমান্ডু : ভয়াবহ হড়পা বানে বিপর্যস্ত নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৭২ জন। নিখোঁজ হয়েছেন ১০৫ জনেরও বেশি ভারতীয় নাগরিক। সবমিলিয়ে নিখোঁজের সংখ্যা প্রায় ৪০০। নিখোঁজ প্রায় ৩৮৪ জন পর্যটকের মধ্যে ২৯১ জন বিদেশি এবং ৯৩ জন নেপালের নাগরিক। অনেকেই ছিলেন কৈলাস মানস সরোবর যাত্রী। কসবার এক পর্যটকও নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। বুধবার সকালে নেপালের রাসুয়ায় কোশি নদীতে আচমকাই হড়পা বানের তাণ্ডব শুরু হয়। (এরপর ৯ পাতায়)

মালদহ মেডিক্যালে একদিনে ১০ সপ্তাহে ৬০ নবজাতকের মৃত্যু!

রাজ্যের স্বাস্থ্য বেহাল

প্রতিবেদন : বিজেপি ক্ষমতায় আসার তিন মাসেই ভেঙে পড়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। মালদহ মেডিক্যাল কলেজে একদিনে ১০ নবজাতকের মৃত্যুই সেই অশনি সঙ্কেত দিচ্ছে রাজ্যে। স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যান বলছে, সপ্তাহে ৬০ নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে ওই একই হাসপাতালে! একটা জেলা হাসপাতালে যদি এই চিত্র, তা হলে রাজ্যের সার্বিক চিত্র কতটা ভয়াবহ হতে ভেবে দেখুন।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে তিন দিনে দশটি শিশুর মৃত্যুর খবর এসেছিল। এবার শিশুমৃত্যুর ভয়াবহ চিত্র মালদহে। অগাস্ট মাসে এ-পর্যন্ত ৬০ জন নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে মালদহ মেডিক্যাল কলেজে। একই দিনে মারা গিয়েছে ১০ জন শিশু। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে প্রশাসনের দিকে। প্রশ্ন উঠছে, মৃত্যুর আসল কারণ নিয়ে। রেফার কেস নাকি ব্যর্থ হাসপাতালের পরিকাঠামো? সেই উত্তর মেলেনি। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, অগাস্ট মাসের কোনও একটি দিনেই ১০ জন শিশুর মৃত্যু হয়। আর তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সব মিলিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০-এ। (এরপর ৯ পাতায়)

প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রস্তুতি। বুধবার ক্যাথিড্রাল রোডে টিএমসিপির সদস্যরা।

প্রস্তুতি তুঙ্গে টিএমসিপির

প্রতিবেদন : ২৮-এর প্রস্তুতি তুঙ্গে। প্রতিকূলতা পেরিয়ে আদালতের অনুমতি নিয়ে ক্যাথিড্রাল রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা। কোথায় কীভাবে সভামঞ্চ হবে, বসার জায়গাগুলি কীভাবে করা যায়, মানুষের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য রাস্তা ছাড় দেওয়া—সবই খতিয়ে দেখে নেতৃত্ব। কোর্টের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। দলের ছাত্র সভানেত্রী প্রিয়াঙ্কা অধিকারী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে উপস্থিত থাকবেন সেটাই হবে টিএমসিপির আসল মঞ্চ। মানুষের কাছেও এটা পরিষ্কার। সভাস্থল ঘুরে দেখেন কুণাল ঘোষ ও বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, ময়না বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতৃত্বের মধ্যে ছিলেন উপাসনা চৌধুরি, নিরঞ্জন দাস, অর্কনাগ সাহু প্রমুখ।

তারিখ অভিধান

১৮৫৯

দোরাবজি টাটা (১৮৫৯-১৯৩২) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। জামশেদজি টাটার পর তিনিই টাটা শিল্প সংস্থার হাল ধরেন। ইস্পাত শিল্পের পাশাপাশি বস্ত্র ও হোটেল শিল্পে টাটা পা রাখে তাঁরই হাত ধরে। বিমা শিল্পেও তিনি নিয়ে আসেন নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানি। শিল্পক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য ইংল্যান্ডের রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁকে স্যার উপাধি দেন।

২০০৬

হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় (১৯২২-২০০৬) এদিন প্রয়াত হন। চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও কাহিনিকার। 'গুড্ডি', 'মিলি' প্রভৃতি রসোত্তীর্ণ ছবির পাশাপাশি সাধারণ মানের হিন্দি ছবিও করেছেন, যেমন 'দো মিল', 'বিবি আউর মকান', 'বুঢ্ঢা মিল গয়া' প্রভৃতি। কাহিনিকার হিসেবে তাঁকে পাওয়া গিয়েছে 'অভিমান', 'আনন্দ', 'আশীর্বাদ' প্রভৃতি ছবিতে। সম্পাদনা করেছেন রাজেন তরফদারের 'গঙ্গা'সহ একাধিক বাংলা ছবিও। পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার, ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণে সম্মানিত করেন।

১৯০৮

স্যার ডন ব্র্যাডম্যান (১৯০৮-২০০১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম ডোনাল্ড জর্জ ব্র্যাডম্যান। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হিসেবে স্বীকৃত। ৫২টি টেস্ট খেলে রানের গড় ৯৯.৯৪। শত রানের সংখ্যা ২৯, অর্ধশত রান করেছেন ১৩ বার। সর্বোচ্চ রান ৩৩৪। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান ৪৫২ নট আউট।

১৯৯৭

বাসু ভট্টাচার্য (১৯৩৪-১৯৯৭) এদিন প্রয়াত হন। ১৯৬৬ সালে তাঁর পরিচালিত 'তিসরি কসম' সাড়া জাগিয়েছিল। তাঁর জনপ্রিয় ছবিগুলির মধ্যে আছে 'আবিষ্কার', 'গৃহপ্রবেশ', 'উসকি কাহিনি' প্রভৃতি। 'আবিষ্কার'-এ শর্মিলা ঠাকুরের বিপরীতে অভিনয় করেন রাজেশ খান্না ফিল্মফেয়ার সেরা অভিনেতার পুরস্কার পান। ১৯৬৭-তে সেরা পরিচালক হিসেবে বাসু ভট্টাচার্য রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। টানা দশ বছর ইন্ডিয়ান ফিল্ম ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন।

১৮৬৯

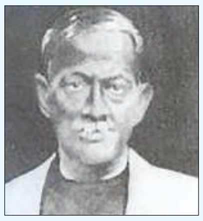

নগেন্দ্র সর্বাধিকারী (১৮৬৯-১৯৪০) এদিন হুগলির রাধানগরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা সূর্যকুমার ছিলেন ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের প্রথম ভারতীয় ডিন। নগেন্দ্র ভারতে ফুটবল খেলার জনক। মাত্র দশ বছর বয়সে ময়দানে গোরা সৈনিকদের ফুটবল খেলা দেখে আকৃষ্ট হন। তারপর হেয়ার স্কুলের সহপাঠীদের নিয়ে ফুটবল টিম তৈরি করেন। তাঁকে উৎসাহ জোগান প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর অধ্যাপক স্ট্যাক। সমসাময়িক বাঙালি খেলোয়াড়রা খালি পায়ে খেলেলেও তিনি বুট পরে খেলতেন। ১৮৭৭-১৯০২-এর মধ্যে তিনি ৭০০রও বেশি ম্যাচ খেলেছেন। দর্শক ও সহ-খেলোয়াড়রা তাঁকে 'হুজুর' নামে ডাকতেন। খেলাধুলোর পাশাপাশি সংগীত ও সাহিত্যেও তাঁর আগ্রহ ছিল।

১৯৭৬

মুকেশ (১৯২৩-১৯৭৬) চিরদিনের জন্য সুরলোকে চলে গেলেন। হিন্দি ছবির নেপথ্যশিল্পী। শো-ম্যান রাজ কাপুরের কণ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। একসময় কে এল সায়গালের গান খুবই গাইতেন, পরে অবশ্য স্বতন্ত্র নিজস্ব এক গায়কি তৈরি করেন। 'কঁহি দূর যব দিন ঢল যায়ে', 'কভি কভি মেরে দিলমে' বা 'ম্যায় পল দো পলকা শায়ের হু', 'বোল রাধা বোল'— এই গানগুলোর কথা ভাবলেই তাঁর গলাটাই কানে বাজে। রফি-কিশোর-মান্নার সঙ্গে টক্কর দিতে হত তাঁকে। তাই তো আজও তাঁর গানের জনপ্রিয়তায় এক ফোঁটা ভাটা পড়েনি।

১৯৭৯

লর্ড মাউনটব্যাটেন (১৯০০-১৯৭৯) এদিন মারা যান। এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ভারতের গভর্নর জেনারেল করে পাঠায়। ১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট অ্যাটলি ঘোষণা করেন ১৯৪৮-এর জুনে ব্রিটিশ সরকার ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দেবে। শোনা যায়, ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন নাকি দাঙ্গা থামাতে অসমর্থ ব্রিটিশ বাহিনীর অক্ষমতার কথা মাথায় রেখে ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখটি সাত মাস এগিয়ে আনেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির তারিখ ১৫ অগাস্ট বাছেন। আজকের দিনে আয়ারল্যান্ডের ডোনেগাল বে-তে তাঁর নৌযানে এক বিস্ফোরণে তিনি নিহত হন।

২৬ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৬১৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৬২৪০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৪৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৪৪৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৪৪৯০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৫৮	৯৬.৫৪
ইউরো	১১০.১৩	১১১.২২
পাউন্ড	১২৮.৮৪	১৩০.৩৩

নজরকাড়া ইনস্টা

■ নুসরত, সপরিবারে

■ ভাগ্যশ্রী

কর্মসূচি

■ হাবড়া বিধানসভায় ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশ আয়োজনের প্রস্তুতি সভা। উপস্থিত ছিলেন ধীমান রায়, নন্দা চক্রবর্তী প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৮০৬

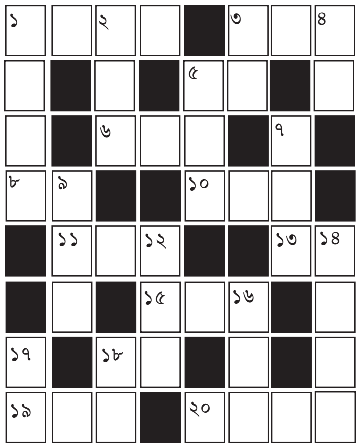

পাশাপাশি : ১. কারাধ্যক্ষ ৩. কখনও নয়, কিছুতেই নয় ৫. গলার গয়নাবিশেষ ৬. নবীন, তরুণ ৮. সমুদ্র, নদী প্রভৃতির পাড় ১০. গির্দা ১১. নৈরাশ্য, আশাভঙ্গ ১৩. (আল.) অতিশয় ধনবান ব্যক্তি ১৫. খরিদ, কেনাকাটা ১৮. আকর্ষণ ১৯. পণ্ড, ব্যর্থ ২০. অস্পষ্টতা।

উপর-নিচ : ১. শঠ ২. ধূমপানের জন্য ব্যবহৃত বাঁকা নলবিশেষ ৩. একভিন্ন, অনেক ৪. লেপন ৫. লম্বা ও সরু ফালি ৭. মহরম উৎসব ৯. রসিকতা, হাস্যপরিহাস ১২. নির্দেশ, আজ্ঞা ১৪. জাতজন্ম ১৬.ডালিম গাছ বা তার ফল ১৭. বিষয়তৃষ্ণা ১৮. স্তূপ, গাদা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৮০৫ : পাশাপাশি : ২. তাউস ৪. উপধা ৬. গোত্তা ৭. বনেদিয়ানা ৮. পচন ১০. রাকেশ ১২. বিস্তৃত মুখ ১৩. ময়া ১৪. নতুন ১৬. মনীষা।
উপর-নিচ : ১. ছাপ ২. তাহাদিগকে ৩. সহেনা ৪. উত্তাপ ৫. ধাবন ৯. চলিত ভাষা ১০. রাখন ১১. শমন ১২. বিষম ১৫. তুক্ক।

ছুটি

নবিদিবস উপলক্ষ্যে বুধবার আকবর-ই-মশরিক-এর মুদ্রণ বিভাগে ছুটি। তাই আজ বৃহস্পতিবার জাগোবাংলার মুদ্রিত সংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে না। ই-সংখ্যা থাকছে যথারীতি

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700100
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর

27 August, 2026 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৭ অগাস্ট ২০২৬
বৃহস্পতিবার

রাখির কেনাকাটা বুধবার গড়িয়াহাট মার্কেটে

‘অযোগ্য অফিসার সুন্দরবনে পাঠিয়ে দেব’

এবার বদলির হুমকি মন্ত্রীর

বাজার পরিদর্শনে গিয়ে আধিকারিককে হুমকি পুরমন্ত্রীর।

প্রতিবেদন : নতুন করে পাওয়া ক্ষমতার গরমে বুঁদ হয়ে রয়েছে বিজেপি। প্রশাসনিক কাজের তদারকি করার নামে প্রকাশ্য রাজপথে যেভাবে একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিজের পদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন আধিকারিকের বদলি বা শাস্তির নির্দিষ্ট আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া থাকে। কিন্তু সমস্ত আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাজপথে দাঁড়িয়ে শাসানি আসলে বিজেপির ‘জংলি রাজ’ কায়েমের চেষ্টারই বহিঃপ্রকাশ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, বাজারে পরিদর্শনে বেরিয়ে এক সরকারি আধিকারিককে তিনি ভর্ৎসনা করছেন। তাঁর কাজের ত্রুটির জন্য সহজেই তাঁকে অযোগ্য বলে দাগিয়ে দিচ্ছেন। এর পরেই তিনি বলছেন তাঁকে সুন্দরবনে বদলি করে দেবেন!

কোনও অফিসারকে ‘অযোগ্য’ বলার পরেই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনে বদলি করে দেওয়ার হুমকি দেওয়ার অর্থ কী? সুন্দরবনের

সুন্দরবনের মানুষ কি তাহলে শুধু অযোগ্য অফিসারদেরই পাবে?

মানুষ কি এমন অফিসার পাওয়ার যোগ্য, যাঁদের অযোগ্য বলে মনে করা হয়? আর শুরুতেই বদলিকে এভাবে হুমকির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে কেন? একজন মন্ত্রীর সঙ্গে কি এভাবেই আচরণ করা উচিত?

সুন্দরবন কি কোনও অপরাধী বা অযোগ্য অফিসারদের শাস্তি দেওয়ার বন্দিশালা? সুন্দরবনের মতো একটি ভৌগোলিক ও পরিবেশগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর অঞ্চলকে এভাবে খাটো করে দেখে বিজেপি নেত্রী আসলে ওখানকার লাখ লাখ খেটে খাওয়া মানুষকে অপমান করেছেন। এই অবমাননাকর মন্তব্য বিজেপির জনবিচ্ছিন্ন মানসিকতাকেই নগ্ন করে দিয়েছে। বিজেপি আসলে ভয় দেখিয়ে ও হুমকি দিয়ে প্রশাসনকে নিজেদের পকেটের সম্পত্তি বানাতে চাইছে। প্রকাশ্য রাজপথে একজন মন্ত্রীর এমন বেনজির দাপট ও আস্ফালন ক্ষমতার ঔদ্ধত্য ও স্বৈরাচারী মানসিকতারই প্রমাণ দেয়।

২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ওইদিনই রাখি পূর্ণিমা। সেই উপলক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবিসহ তৃণমূলের বিশেষ রাখির উদ্বোধন হল। সৌজন্যে সঞ্জয় বক্সি। সঙ্গে প্রস্তুতির ঘরোয়া সভা, ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠানকে পরিকাঠামোগত সহযোগিতার জন্য। ছবিতে বৈশ্বানর চ্যাটার্জি নেই। তিনি বৈঠক শেষে আর একটি কাজে গিয়েছেন।

২৮ অগাস্টের সভাস্থলের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখল টিম টিএমসিপি। রয়েছেন উপাসনা চৌধুরী, ময়না বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়াঙ্কা অধিকারী, নীলাঞ্জন দাস, অর্ক নাগ-সহ অন্যরা। বুধবার ক্যাথিড্রাল রোডে। — শুভেন্দু চৌধুরী

নেত্রীর ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করতেই মিথ্যে অভিযোগ

প্রতিবেদন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সততা এবং ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে ফের একবার নোংরা কুৎসার রাজনীতিতে নামল বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিধানসভার ১৯টি বই ফেরত না দেওয়ার অভিযোগ তোলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী গৌরীশঙ্কর ঘোষ।

বিরোধী শিবিরের তোলা এই অবাস্তব ও হাস্যকর অভিযোগকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ। এই ঘৃণ্য অপপ্রচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে পাল্টা বিজেপিকে তুলোধোনা করেছেন তিনি। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, স্রেফ রাজনৈতিক স্বার্থে এবং কুৎসা করার উদ্দেশ্যেই এই ধরণের ভিত্তিহীন প্রচার চালানো হচ্ছে। স্রেফ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে এবং কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করতেই এই ধরনের সস্তা ও কুরুচিকর অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, তা আরও একবার স্পষ্ট। কুণাল ঘোষ স্পষ্ট জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনওদিন বিধানসভার গ্রন্থাগারেই যাননি। যাঁর পা-ই পড়েনি সেখানে, তাঁর বই নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে কীভাবে? এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মনগড়া। বরং নেত্রীর নিজের লেখা এত বই রয়েছে এবং তাঁর নিজের সংগ্রহেও এত বই রয়েছে যার পর আর বিধানসভার বই নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং বেলেঘাটার বিধায়কের পরামর্শ, কে বা কারা কার নামে এই বই তুলেছে তার নিরপেক্ষ তদন্ত হোক।

স্ত্রীর থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন
পিজির প্রেসক্রিপশন নিয়ে হইচই

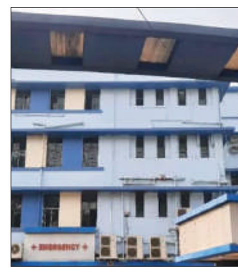

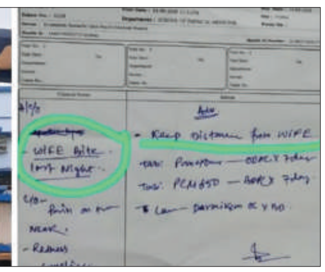

প্রতিবেদন : শহরের সরকারি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের প্রেসক্রিপশনের নির্দেশাবলি দেখে হইহই কাণ্ড। বউয়ের কামড় থেকে বাঁচতে দাওয়াই হিসেবে প্রেসক্রিপশনে লেখা, স্ত্রীর থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন! এই ঘটনা এসএসকেএম হাসপাতালের। এই রকম আজব প্রেসক্রিপশন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই শোরগোল পড়ে গেছে। তবে ঘটনাটি নিছক রসিকতা নাকি হাসপাতালের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চক্রান্ত, তা নিয়ে তোলপাড় চিকিৎসক মহল। কে বা কারা এই ভুয়ো প্রেসক্রিপশন ছড়াল জানতে সাইবার তদন্তের দাবি জানিয়ে ভবানীপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার হঠাৎই এ প্রেসক্রিপশনের ছবি হু-হু করে ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেখানে দেখা যাচ্ছে রোগের জায়গায় লেখা, Wife Bite, Last Night। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, গত রাতে স্ত্রীর কামড়। আর চিকিৎসকের পরামর্শের জায়গায় লেখা, Keep Distance From Wife। যার অর্থ, স্ত্রীর থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। এরপর কয়েকটি ওষুধের নামও লেখা রয়েছে প্রেসক্রিপশনে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এই কাণ্ড ভাইরাল হতেই নড়েচড়ে বসে এসএসকেএম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। খতিয়ে দেখা হয় গত শুক্রবারের ওপিডি-র সমস্ত এন্ট্রি ও নথি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, হাসপাতালের খাতায় ওই ধরনের কোনও রোগী বা প্রেসক্রিপশনের কোনও অস্তিত্বই মেলেনি! এর পরেই প্রশ্ন ওঠে— তবে কি কেউ হাসপাতালের টিকিট জাল করে এই রসিকতা করেছে? বিষয়টি নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

ত্রিদিব-সুধাংশুরা অতীত, বইমেলা কমিটিতেও গৈরিকীকরণ সম্পূর্ণ

প্রতিবেদন : বিজেপির একটাই কাজ হয়েছে এখন— গৈরিকীকরণ। সম্প্রতি নবান্নে এক বৈঠকে বইমেলার খোলনলচে বদলে দিয়ে কার্যত গেরুয়াকরণের সবরকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০২৭ সালের কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা শুরু হচ্ছে ২২ জানুয়ারি, চলবে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তার আগে বৈঠকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টে, ইজেডসিসি, রামমোহন রায় লাইব্রেরি ট্রাস্ট, পাবলিশার্স ও বুকসেলার্স গিল্ড-সহ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, গিল্ডের বর্তমান সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় ও সভাপতি সুধাংশুশেখর দে-কে বৈঠকে ডাকাই হয়নি। সেই জায়গায় নতুন সদস্যরা হলেন দেবজ্যোতি দত্ত, অনিল আচার্য, মিলিন দে, রাজকুমার বর্মণ। সিদ্ধান্ত হয়েছে গিল্ড আর এককভাবে বইমেলা পরিচালনা করবে না। পরামর্শদাতা বোর্ড গঠন হবে এবং এই বোর্ডে ২৪ জন সদস্য থাকবেন। বইমেলা হবে পুরনো জায়গাতেই অর্থাৎ সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে।

২৪৭টি কলেজের পরিচালন কমিটিতে যেমন বিজেপির সাংসদ-বিধায়কদের রাখা হয়েছে, তেমনি পরামর্শদাতা কমিটিতেও বিজেপিপ্রেমীদের ভিড়। গিল্ডের বইমেলা নিয়ে যে যে অভিযোগগুলি বিজেপি তুলত, আগামী বইমেলার কমিটিতে চোখ বোলালে সেই একই অভিযোগ উঠে আসতে বাধ্য। বইমেলা কমিটিতে যাঁদের রাখা হয়েছে, তাঁদের বেশিরভাগই বিজেপি-ঘনিষ্ঠ। তবে এখনও পর্যন্ত বইমেলার জন্য নতুন কোনও প্রাঙ্গণ খুঁজে পায়নি রাজ্য সরকার। আগের সরকারের নির্দিষ্ট করে যাওয়া সেন্ট্রাল পার্ককেই বেছে নেওয়া হয়েছে। বইপ্রেমীদের অনেকেরই দাবি, যদি এতটাই পরিবর্তনের প্রয়োজন হল তাহলে বইমেলার স্থান পরিবর্তন করা হল না কেন?

জাগোবাংলা — মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নৈরাজ্যের বাংলা

নৈরাজ্যের বাংলা। আইনের শাসন দূর অস্ত। পুলিশ এখন প্রশাসক নয়, শাসক বিজেপির নেতারা। বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের বাঁচা-মরা ঠিক করে দিচ্ছে তারাই। আক্রমণ, হামলা, রক্তাক্ত করছে তারা। শুধু অভিযোগ- চোর। কে, কবে কোথায় চুরি করল, কে দেখল, কোথায় প্রমাণ, সেসব চুলোয় যাক। আমরা বলছি তাই সেটাই সত্যি। চার মাসে রাজ্য সরকার পা দেওয়ার আগে এটাই নৈরাজ্যময় বাংলার চিত্র। বিষ্ণুপুরের তৃণমূল সভাপতিকে পৈশাচিক নির্যাতন বিজেপির মধ্যযুগীয় বর্বরতাও হার মানবে! মঙ্গলবার রাতে সাতগাছিয়া বিধানসভার বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকে ঘটল তেমনই এক নিদারুণ ঘটনা। তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি জ্ঞানানন্দ সামন্তের উপর নির্মম অত্যাচার চালাল বিজেপি। প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে গেল। পুলিশ যদি জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে সাধারণ মানুষের সুরক্ষা কোথায়? এরাই নাকি পরিবর্তন এনেছে। এটাই নাকি পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবি। আসলে সরকার ভুলে গিয়েছে বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সেই সহজ, সরল সূত্রটা। প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। মানুষ এখন বুঝতে পেরেছেন আসলে তাঁরা খাল কেটে কুমির এনেছেন। কিন্তু এত দ্রুত বুঝতে পারবেন, তা নিজেরাও আন্দাজ করতে পারেননি। এই মিথ্যাবাদীদের শিক্ষা দেবেন এবার মানুষই।

e-mail থেকে চিঠি

হুমকি দিচ্ছেন? জবাব পাবেন

আজকের শাসক আগের ১৫ বছর যিনি শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তাঁকে হুমকি দিতে পারেন না। একথা বলতে পারেন না, আপনাকে রাস্তায় বেরতে হবে না। রাস্তায় যাতে বেরতে না পারেন তার ব্যবস্থা করব। এই হুমকি, চমকানি অবিলম্বে পরিত্যাজ্য। অভিযোগ থাকলে আইন আদালত আছে। হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট। সেখানে বিচার হবে। সরকারের এজেন্সিগুলো ভীমরবে ময়দানে অপেক্ষায়। তারা তদন্ত করুক, কিন্তু শাস্তি দেওয়ার হলে আদালত দেবে। কোনও দল কিংবা সরকারের কারও বিচার করার এক্তিয়ার নেই। এটাই ভারতের মহান গণতন্ত্র। ক্ষমতার আসনে বসে যদি কারও মতিভ্রম হয়, এই সামান্য কথাগুলি তিনি ভুলে যান, তাহলে বুঝতে হবে সর্বনাশের আর বিশেষ বাকি নেই। ক্ষমতা মাথায় চড়েছে। ২০১১ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৪ বছর পর বাংলায় পালাবদল। হাজার তিক্ততা ছিল, কিন্তু এমন পরিস্থিতি তৈরি করব যে আপনি বেরতে পারবেন না— এমন শব্দ মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে বেরয়নি। পথে ঘাটে ডিম ছোঁড়াছুঁড়ির খেলাও কেউ দেখেনি। কিন্তু শুভেন্দু জমানায় আইন শাসকের ইচ্ছে আর খামখেয়ালিপনার কাছেই বন্দি থেকে যাচ্ছে বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য। ক্ষমতার অদ্ভুত চশমা চোখে এঁটে শাসক বলছে যাদবপুরে কিচ্ছুটি হয়নি। সব মিথ্যা! অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মানুষের ক্ষোভ অতিরঞ্জিত প্রচার। আরও বলছেন, ১৫ বছর রাজ্য শাসন করা মুখ্যমন্ত্রী বাড়ি থেকে বেরতে পারবেন না এমন অবস্থা তিনি করবেন। তাঁর ক্ষমতা বলিহারি! এটাই ভারতের মহান গণতন্ত্র। ক্ষমতার আসনে বসে যদি কারও মতিভ্রম হয়, এই সামান্য কথাগুলি তিনি ভুলে যান, তাহলে বুঝতে হবে সর্বনাশের আর বিশেষ বাকি নেই। ক্ষমতা মাথায় চড়েছে। পরিণতি কী হতে পারে তা হয়তো ভাবছেন না আজকের শাসক? সমাজে কী বার্তা যাচ্ছে? যা সরকারের পক্ষে সুখকর হতে পারে না। বাজপেয়ীজি বাড়ি থেকে বেরতে পারবেন না বলে হুমকি তো কেউ দেননি। মতবিরোধ ছিল কিন্তু পারস্পরিক সম্মান নষ্ট হয়নি কখনও। ২০১১ সালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৪ বছর পর বাংলায় পালাবদল। হাজার তিক্ততা ছিল, কিন্তু এমন পরিস্থিতি তৈরি করব যে আপনি বেরতে পারবেন না— এমন শব্দ মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থেকে বেরয়নি। পথে ঘাটে ডিম ছোড়াছুড়ির খেলাও কেউ দেখেনি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়েছেন। তাঁর সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সব কথার কথা হয়েই থেকে যাচ্ছে! শেষে আইন শাসকের ইচ্ছে আর খামখেয়ালিপনার কাছেই বন্দি থেকে যাচ্ছে বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য।

— সুমিত বিশ্বাস, আরবানা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

এসো, বদলাই আগে নিজেদের, তারপর সমাজকে

আমরা কি সত্যিই এই সমাজকে চিনি? এই সমাজকে জানি? এই সমাজকে বুঝি? প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুল, কলেজ, অফিস, বাজার কিংবা বাস-ট্রেনে যাতায়াত করতে করতে আমরা অসংখ্য মানুষের মুখ দেখি। তাতে কি সত্যিকার চেনা-জানা তৈরি হয় সমাজটার সঙ্গে? প্রশ্ন তুলে উত্তর খুঁজলেন **শেক্সপিয়ার মালিতা**

এমন ঘটনা হামেশাই ঘটে। আমাদের চোখের সামনে আকছার ঘটে চলেছে।

বাসে ভিড়ের মধ্যে অসাবধানতাবশত কারও পায়ে পা লেগে গেলেই শুরু হয়ে যায় চিৎকার, অপমান, অশ্রাব্য ভাষার ব্যবহার। সামান্য ভুলকে ক্ষমা করার মানসিকতা যেন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। ধৈর্য, সহনশীলতা, ভদ্রতা— এসব যেন আজ বিলাসিতার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ যত আধুনিক হচ্ছে, তত যেন, অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে।

কয়েকদিন আগে বাসে এক অভিভাবককে তাঁর ছোট্ট সন্তানকে বলতে শুনলাম— ‘কারও সঙ্গে টিফিন ভাগ করে খাস না, কারও কাছ থেকে কিছু নিবি না, কাউকেও দিবি না।’ কথাগুলো হয়তো সন্তানের নিরাপত্তার কথা ভেবেই বলা। বর্তমান সময়ে খাদ্যে বিষক্রিয়া, অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে খাবার গ্রহণের ঝুঁকি—এসব বাস্তব উদ্বেগ রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি প্রতিটি সম্পর্কের শুরুতেই আমরা অবিশ্বাসের বীজ বপন করি, তাহলে ভবিষ্যতের সমাজ কেমন হবে? শিশুরা ছোটবেলা থেকেই যদি শুধুই সন্দেহ করতে শেখে, তবে বিশ্বাস, সহযোগিতা, সহমর্মিতা— এসব মূল্যবোধ কোথায় গড়ে উঠবে?

অবশ্যই সতর্কতা প্রয়োজন। কিন্তু সতর্কতা আর সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এক জিনিস নয়।

আজ আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি, যেখানে প্রযুক্তি আমাদের কাছাকাছি এনেছে, অথচ মন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। একই বাড়িতে বসে পরিবারের সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে কথা না বলে মোবাইলের পর্দায় ডুবে থাকে। বন্ধুত্ব এখন অনেক সময় “ফলো”, “লাইক”, “রিঅ্যাক্ট” আর “স্টোরি”র মধ্যে সীমাবদ্ধ। শত শত অনলাইন পরিচিতি থাকলেও, বিপদের সময় পাশে দাঁড়ানোর মতো একজন প্রকৃত মানুষকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে।

আমরা প্রতিদিন সামাজিক মাধ্যমে নিজেদের সুখ-দুঃখ, ব্যক্তিগত মুহূর্ত, এমনকি পারিবারিক ঘটনাও অচেনা মানুষের সামনে তুলে ধরছি। কিন্তু তাতে কি সত্যিই মন শান্ত হয়? কয়েকটি “লাইক” বা মন্তব্য কি একান্ত আপন মানুষের কাঁধে মাথা রেখে কথা বলার বিকল্প হতে পারে? ভার্চুয়াল জগৎ যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করেছে, কিন্তু মানবিক সম্পর্কের গভীরতা তৈরি করতে পারেনি। আরও উদ্বেগের বিষয় হল, সমাজে ছোট ছোট অসংযত আচরণ অনেক সময় বড় অপরাধের দিকে নিয়ে যায়। রাস্তায় সামান্য ধাক্কা লাগা থেকে মারামারি, পারিবারিক ঝগড়া থেকে ভয়াবহ হিংসা, সামাজিক মাধ্যমে অপমান থেকে বাস্তব জীবনে প্রতিশোধ— এসব ঘটনা প্রায়ই সংবাদ শিরোনামে উঠে আসে। এক মুহূর্তের রাগ, অসহিষ্ণুতা বা ভুল সিদ্ধান্ত অনেক সময় একটি পরিবার, এমনকী বহু মানুষের জীবনকে বদলে দেয়। তাই ছোট ঘটনাকে কখনও ছোট বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রতিটি অসভ্য আচরণ, প্রতিটি ঘৃণামূলক মন্তব্য, প্রতিটি অবমাননাকর ব্যবহার— সমাজে সহিংসতার সংস্কৃতিকে একটু একটু করে শক্তিশালী করে।

আজ আর শুধু অপরাধীর হাতে অস্ত্র থাকলেই ভয় নেই; ঘৃণা, বিদ্বেষ, গুজব এবং অসহিষ্ণুতাও একেকটি বিপজ্জনক অস্ত্র। সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো খবর ছড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। না জেনে, না বুঝে আমরা অনেকেই তা ভাগ করে নিই। ফলে বিভ্রান্তি, অবিশ্বাস এবং সামাজিক অস্থিরতা আরও বাড়ে।

আমরা কি সত্যিই অন্যের সাফল্যে আনন্দিত হই? নাকি মনে মনে ঈর্ষা করি? সামাজিক মাধ্যম আমাদের প্রতিনিয়ত অন্যের সাফল্য, ভ্রমণ, অর্জন ও সুখের মুহূর্ত দেখায়। তুলনা করতে করতে আমরা অনেক সময় নিজের জীবনকে ছোট মনে করি। এই মানসিকতা আমাদের ভেতরের শান্তিকে নষ্ট করে দেয়। অথচ প্রত্যেক মানুষের জীবন, সংগ্রাম এবং সাফল্যের পথ আলাদা।

আমাদের পূর্বসূরিরা বারবার বলেছেন— প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখো, মানুষের পাশে দাঁড়াও, বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। কিন্তু আমরা কি সেই শিক্ষাকে ধরে রাখতে পেরেছি? আজ অনেকেই পাশের বাড়ির মানুষের নাম জানেন না, অথচ পৃথিবীর অন্য প্রান্তের একজন অনলাইন পরিচিতির প্রতিটি আপডেট জানেন। এই পরিবর্তন আমাদের ভাবায়।

এখনও কিন্তু অসংখ্য মানুষ রক্তদান করেন, বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, পথশিশুদের পড়ান, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান। এখনও অনেক শিক্ষক, চিকিৎসক, স্বেচ্ছাসেবী, সাধারণ নাগরিক নীরবে মানবিকতার আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন। এই মানুষগুলিই আমাদের আশা দেখান যে সমাজ এখনও পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি।

তা হলে পরিবর্তন কোথা থেকে শুরু হবে?

পরিবর্তন শুরু হবে আমাদের নিজেদের থেকে। সন্তানকে শুধু সতর্ক হতে নয়, ভদ্র হতে শেখাতে হবে। শুধু নিজের কথা ভাবতে নয়, অন্যের কষ্ট বুঝতে শেখাতে হবে। স্কুলে নৈতিক শিক্ষা, সহমর্মিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং ডিজিটাল সচেতনতার চর্চা আরও জোরদার করতে হবে। পরিবারে কথোপকথনের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে পরিচয় বাড়াতে হবে। সামাজিক মাধ্যমে কোনও তথ্য ভাগ করার আগে তার সত্যতা যাচাই করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

আমরা কি বদলাতে পারব? উত্তরটি সহজ নয়। সমাজ কোনও একদিনে বদলায় না। কিন্তু একজন মানুষ বদলালে একটি পরিবার বদলায়, একটি পরিবার বদলালে একটি প্রজন্ম বদলায়, আর একটি প্রজন্ম বদলালে সমাজও বদলাতে শুরু করে।

তাই আজ প্রশ্নটা সমাজকে নয়,

নিজেদেরই করা দরকার— আমরা কি সত্যিই মানুষ হিসেবে বড় হচ্ছি, নাকি শুধু প্রযুক্তির দৌড়ে এগিয়ে যাচ্ছি? আমাদের হাতে স্মার্টফোন আছে, কিন্তু কী আমাদের মনও ততটাই উদার হয়েছে? আমাদের ঘরে আধুনিকতা এসেছে, কিন্তু কী মানবিকতা বেড়েছে?

সমাজকে বদলানোর আগে আমাদের নিজেদের বদলাতে হবে।

কারণ ‘সমাজ’ বলে আলাদা বা বিমূর্ত কোনও কিছুর অস্তিত্ব নেই। আপনি, আমি, আমাদের পরিবার, আমাদের দৈনন্দিন আচরণ এবং আমাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধ— এসবের সম্মিলিত রূপই হল সমাজ।

আমরা যদি আজ থেকেই নিজেদের আচরণে একটু বেশি সহানুভূতিশীল, একটু বেশি ধৈর্যশীল এবং একটু বেশি মানবিক হতে পারি, তবে চারপাশের পরিবেশ এমনিতেই বদলাতে শুরু করবে। অন্যের দিকে আঙুল তোলার আগে নিজের ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়া সবচেয়ে বেশি জরুরি। একটি ছোট ভালো কাজ, একটি ইতিবাচক শব্দ বা একটুখানি সহযোগিতার মনোভাব— এগুলোই একটি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।

রাজ্যের সমস্ত পরিবারের মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থান নিশ্চিত করাই ছিল বিগত ১৫ বছরের মা-মাটি-মানুষের সরকারের প্রধান লক্ষ্য। সেই কারণে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা সত্ত্বেও তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য সরকার এক প্রচেষ্টায় বাংলার বাড়ি প্রকল্প চালু রেখেছিল এবং সেই প্রকল্পে মাথার ছাদ পেয়েছিল এক কোটি প্রান্তিক শ্রেণির পরিবার।

আবাস ও এলাকার উন্নয়নে তৃণমূল

- গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি পরিবার মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থান পেয়েছে।
- মা-মাটি-মানুষের সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়নে পরিচালিত বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের মাধ্যমে ১৪,৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গের ১২ লক্ষ পরিবারকে বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বাংলার বাড়ি (গ্রামীণ) প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ২০ লক্ষ পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার জন্য ১৯,৭০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করা হয়েছে।
- শহরাঞ্চলের গৃহহীনদের জন্য প্রায় ১৮,০০০ কোটি ব্যয়ে ৫.২০ লক্ষেরও বেশি আবাসন নির্মিত হয়েছে।
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চা সুন্দরী এবং চা সুন্দরী সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে ২৮,৫০০ জনেরও বেশি চা-বাগান শ্রমিকের মাথার উপর ছাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- গীতাঞ্জলি প্রকল্পের অধীনে ৩,৫০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে প্রায় ৩.৮৪ লক্ষ বাড়ি প্রদান করা হয়েছে।

হাওড়ার আন্দুলের আবাসনে অগ্নিকাণ্ড, ঝলসে মৃত্যু বৃদ্ধার

সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়ার আন্দুলে একটি বহুতল আবাসনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। পুলিশ জানায়, মৃতার নাম গোপা মুখোপাধ্যায় (৭২)। নিজের ফ্ল্যাটেই আটকে পড়ে আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় তাঁর। দমকল কর্মীরা দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখেন ওই বৃদ্ধার ঝলসানো দেহ বিছানার ওপর পড়ে রয়েছে। এছাড়াও ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে এবং আগুনে জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আবাসনের কয়েক জন বাসিন্দা। ঘণ্টা দেড়েকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানিয়েছে দমকল। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে নাগাদ আন্দুলের আমতলায় 'উত্তরায়ন' নামে ওই বহুতল আবাসনের তিনতলার একটি ফ্ল্যাটে আগুন লাগে। ওই আবাসনে প্রায় ২২টি ফ্ল্যাট রয়েছে। তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে নীচের তলাতেও। ধোঁয়ায় ভরে যায় পুরো আবাসন এবং আশপাশের এলাকা। আবাসনের বিভিন্ন তলে আটকে পড়েন বাসিন্দারা। আগুনের লেলিহান শিখা পুরো আবাসনে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আগুনে একাধিক ফ্ল্যাটের জানলার কাচ ভেঙে যায়। অনেক ফ্ল্যাটেই সমস্ত আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এলাকার লোকজন এবং দমকলের সহযোগিতায় আটক বাসিন্দাদের উদ্ধার করা হয়। বিভিন্ন তলায় আটকে পড়া আবাসিকদের কোল-পাঁজা করে নামিয়ে আনা হয়। তবে তার মধ্যেই ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন বেশ কয়েকজন আবাসিক। তাঁদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলে দমকলের ৭টি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। যে ফ্ল্যাটে আগুন লাগে সেটি বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। গৃহকর্তা গিয়েছিলেন কাজে। সেই সময় কোনও ভাবে আগুন লেগে যায়। প্রাথমিক ভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিটের কারণে এই দুর্ঘটনা। পাশাপাশি গ্যাস লিক করেও এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। দমকল সূত্রে খবর, আবাসনে পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল না। পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত। কিন্তু দমকলের পাশাপাশি স্থানীয়দের সহযোগিতায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। প্রশাসন সূত্রে খবর, অগ্নিকাণ্ডের তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট আবাসনটি তিন দিনের জন্য বন্ধ রাখা হবে। বাসিন্দাদের অন্যত্র থাকতে বলা হয়েছে। যাঁদের অন্যত্র থাকার অসুবিধা রয়েছে, কিংবা থাকার জায়গা নেই, তাদের সাময়িক ভাবে থাকার বন্দোবস্ত করবে প্রশাসন। ইতিমধ্যে আবাসনের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারাপীঠ এবং কলকাতায় হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একাধিক জনের মৃত্যুর পর এবার হাওড়ায় বহুতল আবাসনে অগ্নিকাণ্ডে এক জনের মৃত্যু ও কয়েকজনের অসুস্থ হবার ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত বহু মানুষ।

আবাসনে জ্বলছে আগুন, উদ্ধার করা হচ্ছে আবাসিকদের।

নতুন নিম্নচাপ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা

প্রতিবেদন : বঙ্গোপসাগরে নতুন করে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। আজ সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ । কলকাতায় দুপুরের পর থেকে দফায় দফায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে বৃষ্টি হলেও অস্বস্তি বজায় থাকবে। নিম্নচাপের জেরে দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বর্ধমানের একাধিক এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কোচবিহারেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। তবে সপ্তাহ শেষে বৃষ্টি কমবে উত্তরের জেলায়।

মাদার টেরিজার জন্মদিনে। কফি হাউস সোশ্যাল সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের ইলিশ উৎসবে পথশিশুদের পরিবেশন করছেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। কলেজ স্কোয়্যারে বুধবার।

মিলছে না 'অন্নপূর্ণা', বিক্ষোভ ক্যানিংয়ে

সংবাদদাতা, ক্যানিং : ভোটের ময়দানে জিততে অন্নপূর্ণা যোজনা যে একটা রাজনৈতিক গিমিক ছিল নয়া সরকারের চার মাস পেরোতে না পেরোতেই তা স্পষ্ট হল। অন্নপূর্ণার লোভ দেখিয়ে কৌশলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা-বোনদের জন্য চালু করা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও এই জুমলা পার্টি বন্ধ করে দিল। এমনকী বিজেপির মহিলা কর্মীরা পর্যন্ত এই বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন। ২০ অগাস্টেও টাকা না ঢোকায় অবশেষে বিক্ষোভে নামলেন ক্যানিংয়ের হাজার হাজার মহিলা। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা অ্যাকাউন্টে না ঢোকায় ক্যানিংয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন ক্ষুব্ধ মহিলারা। বুধবার ক্যানিং-বাসন্তী সড়কের ক্যানিং ১ নম্বর বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভে শামিল হন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দিনের পর দিন সরকারি দফতরে ঘোরানো হলেও এখনও তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ঢোকেনি। বারবার আবেদন জানিয়েও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় এদিন বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। পরে ক্যানিং-বাসন্তী সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদে শামিল হন মহিলারা। অবরোধের জেরে রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা চালায়, পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আর্থিক প্রতারণায় পুলিশের জালে অভিযুক্ত

সংবাদদাতা, হিঙ্গলগঞ্জ : সরকার বদল হতেই খুল্লামখুল্লা চলছে আর্থিক প্রতারণা। আর্থিক প্রতারণার দায়ে এবার হিঙ্গলগঞ্জ থেকে গ্রেফতার এক। অভিযোগের তির উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের কেওড়াখালি এলাকার বাসিন্দা শিবনাথ সরকারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ তিনি বসিরহাট, বামনগাছি, বারাসাত সহ একাধিক জায়গায় ভুয়ো অফিস খুলে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে আর্থিক প্রতারণা করছিল। 'ড্রিম ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস মানি ইজ ফিউচার' নামে একটি সংস্থার কর্ণধার পরিচয় দিয়ে তিনি একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা নেন। প্রতারিতদের অভিযোগ, হিঙ্গলগঞ্জের সেরেরাটি এলাকার বাসিন্দা সংগীতা মণ্ডল শিবনাথের সঙ্গে যুক্ত। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাইয়ে দেওয়ার টোপ কথা বলে আধার কার্ড-সহ বেশ কিছু কাগজপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হুগলির পাণ্ডুয়ার হাটতলা থেকে প্রায় সাড়ে দশ কেজি গাঁজা উদ্ধার করল পুলিশ। গ্রেফতার এক পাচারকারী

নবি দিবসে উত্তর কলকাতার ৩৯ নং ওয়ার্ডে মজিদের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে বিধায়ক কুণাল ঘোষ।

ফতেহা-দোহাজ-দাহাম উপলক্ষে পবিত্র নবি দিবসে বালিগঞ্জ কেন্দ্রের পার্ক সার্কাসের বিভিন্ন অঞ্চলে হজরত মহম্মদের বাণী-সম্পর্কিত আলোচনা ও রক্তদান শিবিরে বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর কাইজার জামিল প্রমুখ।

নবি দিবসে উত্তর কলকাতার আর একটি অনুষ্ঠানে বিধায়ক কুণাল ঘোষ। ৪৩ ও ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝে শ্বেতা ইন্দোরিয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠান।

মেটিয়াবুরুজে পালিত হল পবিত্র নবি দিবস। ডানদিকে নবি দিবস পালনে শিশুরাও।

দলের লোকরাই পাত্তা দেয় না শমীককে, কটাক্ষ কুণালের

প্রতিবেদন: বিভিন্ন জায়গা থেকে বিজেপি-র নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ উঠে আসছে। এরপরেই ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট করতে মাঠে নেমেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কিন্তু দলের একাংশই তাঁর কথায় পাত্তা দিচ্ছেন না। দলের কিছু শীর্ষ নেতৃত্ব পুলিশ প্রশাসনকে অপব্যবহার করছে। বিজেপির নীচুতলা থেকে ওপরতলা, প্রায় সমস্ত নেতাই এখন তোলাবাজি ও নানাবিধ দুর্নীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবং পুলিশ প্রশাসনকে অপব্যবহার করে বিজেপি নিজেদের এই দুর্নীতি আড়াল করার চেষ্টা করছেন। বিধায়ক কুণাল ঘোষের স্পষ্ট কথা, দলের ওপরতলার নেতাদের মদতেই নীচুতলার কর্মীরা সাধারণ মানুষ এবং ব্যবসায়ীদের ওপর জুলুম করছে। মুখে সততার কথা বললেও, কাজের বেলায় বিজেপি এখন আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত একটি দল।

অপরদিকে, আসন্ন পুরভোট নিয়েও আত্মবিশ্বাসী বেলেঘাটার বিধায়ক। তিনি বলেন, রাজ্যের বিজেপি সরকারকে ও কেন্দ্রের নীতি বুঝে নিয়েছে মানুষ। এখনও এই পরিস্থিতিতে পুরসভার ভোটে তৃণমূলই জিতবে। তৃণমূলের তরফ থেকেই শপথ নেবেন নতুন মেয়র।

বারাসত বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিভিপির তাণ্ডব, আক্রান্ত টিএমসিপি কর্মীরা

প্রতিবেদন : রাখিবন্ধন উৎসব ঘিরে রক্তাক্ত শিক্ষাঙ্গন। বারসতের ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ধুন্ধুমার। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ঢুকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সদস্যদের মারধরের পাশাপাশি ক্যাম্পাসে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল এবিভিপি বা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজন ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগকে কেন্দ্র করে টিএমসিপি ও এবিভিপি সংঘর্ষে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়ায়। সংঘর্ষে অভিষেক পাল ও অরূপ বিশ্বাস নামে দুই ছাত্র জখম হয়ে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। টিএমসিপির অভিযোগ, এবিভিপির সদস্যরা বিনা প্ররোচনায় হস্টেলে ঢুকে ভাঙচুর চালিয়েছে এবং কমপক্ষে ১০-১২ জন ছাত্র জখম

হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দত্তপুকুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মোতায়ন করা হয়েছে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

নেপালে নিখোঁজ কসবার পর্যটক

সুস্মিতা ভট্টাচার্য। নিখোঁজ মহিলা।

প্রতিবেদন : নেপালে হড়পা বানে বিরাট বিপর্যয়। বুধবার সকালে উত্তর নেপালের ভোটে কোশী নদীতে ভয়াবহ হড়পা বান দেখা দেয়। এর জেরে তিব্বত সীমান্তের কাছে রসুয়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শতাধিক মানুষের মৃত্যুর খবর মিলেছে। হাজারের উপর মানুষের ভেসে যাওয়ার আশঙ্কা। ভারতের ১০৫ জন নিখোঁজ। এরমধ্যে রয়েছেন কলকাতার বাসিন্দাও। দক্ষিণ কলকাতার কসবার সুস্মিতা ভট্টাচার্য নামে এক মহিলা নেপালে নিখোঁজ বলে খবর মিলেছে। তাঁর ছেলে সুমিত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, দুপুরে জানা গিয়েছে তাঁর মা নিখোঁজ। যে টুরিস্ট এজেন্সির সঙ্গে গিয়েছিলেন সুস্মিতা, তাঁরাই জানিয়েছেন। কিন্তু সাত ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও তেমন কোনও খবর পাওয়া যায়নি। বুধবারই সুস্মিতাদের ঢুকে যাওয়ার কথা ছিল তিব্বতে। তার আগেই বিপর্যয়। কাঠমান্ডুর হোটেল থেকে বেরোনোর পর থেকেই আর কোনও খোঁজ মেলেনি বলেই জানিয়েছেন সুস্মিতার ছেলে।

বিজেপি কর্মীরাই ডাকাতি করল নেতার বাড়িতে

প্রতিবেদন : বিজেপি নেতার বাড়িতে ডাকাতি করল দলের কর্মীরাই। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা কালীঘাট ট্রামডিপোর এক কর্মী আবাসনে। বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের বাড়িতে দলের কর্মীরা লুঠপাট চালায়। থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকী দলের তরফেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক কে কে সিংয়ের স্ত্রী তারাদেবীর। ক্ষোভ উগরে দেন তারাদেবী ও তাঁর স্বামী।

উল্লেখ্য, কে কে সিং ট্রাম কোম্পানিতে কাজ করেন। তাঁর পোস্টিং রাজাবাজার ট্রাম ডিপোতে। কর্মসূত্রেই কালীঘাট ট্রাম ডিপোর কর্মী আবাসনে পরিবার নিয়ে থাকেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই এই পরিবারটি বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। কে কে সিং বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বলেও জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী তারাদেবী। রবিবার, সকালে কে কে সিং যখন ডিউটিতে ছিলেন, সেই সময় তাঁর বাড়িতে লাঠি, রিভলভার নিয়ে চড়াও হন স্থানীয় বিজেপি কর্মী বীরেন্দ্র যাদব, মুকেশ সিং-সহ জনা দশেক লোক। তারা বাড়িতে ঢুকে লুঠপাট শুরু করে। তারাদেবী বাধা দিতে গেলে তাঁর উপর চড়াও হয়ে মারধর করা হয়। এমনকী তারাদেবীর বয়স্ক বাবা বাঁচাতে এলে তাঁকেও ধাক্কা দেওয়া হয়। আবাসন থেকে তারাদেবীর মোবাইল এবং নগদ ২৫ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় টালিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেতা। মেডিক্যাল পরীক্ষাও করান তারাদেবী। কিন্তু পুলিশ কোনওরকম ব্যবস্থা নিচ্ছে না। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি।

তারাদেবী সাফ জানিয়েছেন, তৃণমূল আমলে তাঁদের উপর এ ধরনের কোনও হামলা হয়নি। বিজেপি ক্ষমতায় আসায় তাঁরা খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু এই জমানাতেই তাঁদের উপর হামলা শুধু নয়, বাড়িতে ঢুকে লুঠপাট চালিয়ে গেল দলের কর্মীরা। দ্রুত হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন আক্রান্ত দম্পতি।

লটারি বিক্রির অভিযোগে সূর্যকান্ত দেবশর্মা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কালিয়াগঞ্জের ধনকৈল মোড় এলাকা থেকে তাকে হাতেনাতে ধরা হয়

রাস্তা তৈরিতে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা

রাস্তায় বসে সামগ্রী হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন এক গ্রামবাসী।

অনিয়মের রাস্তার কাজ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : ভোট লুটেরা বিজেপি সরকারের অনিয়মের গ্রাফ দিন দিন উদ্ধর্মুখী হচ্ছে। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তা তৈরির অভিযোগ তুলে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। বুধবার সকালে ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের বিতালদহ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণগঞ্জ এলাকায়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, রাস্তা তৈরির জন্য যে এস্টিমেট করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে না। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁদের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে নারায়ণগঞ্জ এলাকায় রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। কাজ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তা তৈরিতে ব্যবহৃত সামগ্রী নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, রাস্তা তৈরির ক্ষেত্রে যে ধরনের সামগ্রী ব্যবহার করার কথা, বাস্তবে তা ব্যবহার করা হচ্ছে না। বিষয়টি নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। এরপরই রাস্তার কাজ বন্ধ করে দেন তাঁরা। একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, রাস্তা তৈরির আগে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সংস্থাকে কাজের সম্পূর্ণ এস্টিমেট গ্রামবাসীদের সামনে দেখাতে হবে। এস্টিমেটে কী ধরনের সামগ্রী, কত পরিমাণে এবং কী পদ্ধতিতে রাস্তা তৈরির কথা বলা হয়েছে, তা স্পষ্ট করতে হবে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তাঁদের এলাকার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম। কোনওরকমে রাস্তা তৈরি করে দিলে কিছুদিন পরেই তা ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তা তৈরি করা হলে বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলেও আশঙ্কা তাঁদের। বাসিন্দাদের বক্তব্য, রাস্তা তৈরির পর মাত্র দু'-তিন মাসের মধ্যে যদি রাস্তার পিচ উঠে যায় কিংবা রাস্তা ভেঙে যায়, তাহলে ফের সমস্যায় পড়তে হবে সাধারণ মানুষকে। তখন আবার নতুন করে রাস্তা তৈরির দাবি উঠবে। তাই সরকারি অর্থ খরচ করে নিম্নমানের রাস্তা তৈরি না করে শুরু থেকেই সঠিক মান বজায় রেখে কাজ করার দাবি তুলেছেন তাঁরা। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের আরও দাবি, ঠিকাদার সংস্থা তাঁদের সঙ্গে কথা বলুক এবং রাস্তার কাজের এস্টিমেট তাঁদের দেখাক। এস্টিমেট অনুযায়ী নির্ধারিত মানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে— এমন নিশ্চয়তা পাওয়ার পরেই রাস্তার কাজ শুরু করতে হবে। গ্রামবাসীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে কোনওভাবেই রাস্তার কাজ করতে দেওয়া হবে না। কাজের গুণমান নিয়ে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কাজ বন্ধ রাখবেন বলেও দাবি করেছেন। এখন প্রশ্ন উঠছে, সত্যিই কি রাস্তা তৈরির কাজে এস্টিমেট অনুযায়ী সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে? নাকি অভিযোগের পিছনে রয়েছে অন্য কোনও কারণ? গ্রামবাসীদের অভিযোগের পর সংশ্লিষ্ট দফতর বা ঠিকাদার সংস্থার পক্ষ থেকে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকেই তাকিয়ে এলাকার মানুষ। রাস্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর কাজে যাতে কোনওরকম অনিয়ম না হয় এবং সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার হয়, সেই দাবিতেই সরব হয়েছেন নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দারা। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হোক— এটাই এখন তাঁদের দাবি।

বীজের রাখিতে সবুজের বার্তা রাখিবন্ধনে পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগ

অনুস্মিতা সরকা ● কোচবিহার

বীজের রাখিতে সবুজ বার্তা, রাখিবন্ধনে পরিবেশ রক্ষার অভিনব উদ্যোগ। প্লাস্টিক বা কৃত্রিম উপকরণ নয়, তাঁর হাতে তৈরি হচ্ছে একেবারে পরিবেশবান্ধব রাখি। আর

সেই রাখির মধ্যেই লুকিয়ে থাকছে সবুজ ভবিষ্যতের স্বপ্ন। রমেশবাবুর তৈরি রাখিতে ব্যবহার করা হচ্ছে মেহগনি, শসা এবং শিমুল গাছের বীজ। উৎসবের পরে সেই রাখি মাটিতে পুঁতে দিলেই সেখান থেকে নতুন চারা গজানোর সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ, ভাইয়ের হাতে বাঁধা রাখিই উৎসব শেষে হয়ে উঠতে পারে একটি নতুন গাছের সূচনা। রাখিবন্ধনের আবেগকে প্রকৃতি রক্ষার সঙ্গে যুক্ত করার এমন অভিনব ভাবনাই নজর কেড়েছে। বর্তমানে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে পরিবেশের উপর তৈরি হচ্ছে চাপ। সেই পরিস্থিতিতে মানুষকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করতেই রমেশবাবুর এই উদ্যোগ। তাঁর কথায়, রাখিবন্ধন শুধু ভাই-বোনের সম্পর্কের বন্ধন নয়, মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের বন্ধনেরও প্রতীক হয়ে উঠুক। এবারের রাখিবন্ধন উৎসবকে সামনে রেখে প্রায় ৫০টি বীজের রাখি তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। প্রতিটি রাখির সঙ্গে জড়িয়ে থাকছে একটি করে নতুন গাছ তৈরির সম্ভাবনা। ফলে উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি ছড়িয়ে পড়বে পরিবেশ সচেতনতার বার্তাও।

জয়ন্তীর পর্যটনে অনিশ্চয়তার ছায়া

প্রতিবেদন : আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম পরিচিত পর্যটন গ্রাম জয়ন্তীকে ঘিরে ফের সংঘাতের আবহ তৈরি হচ্ছে। একদিকে গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশ, অন্যদিকে বন দপ্তর। এর মধ্যেই বক্সা টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ জয়ন্তীর জন্য নতুন পর্যটন নীতি আনতে চলেছে। তাতে নানা বিধিনিষেধ থাকার কথা। অন্যদিকে, পুরোনো একটি মামলা নিয়ে জয়ন্তীর বাসিন্দারা ফের আদালতের পথে হাঁটছেন। সব মিলিয়ে আগামী কয়েকদিনে জটিলতা বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বক্সার জঙ্গলে বাঘ ফিরিয়ে আনার যে প্রকল্প চলছে, তারই অংশ হিসেবে জয়ন্তী গ্রাম স্থানান্তরের প্রক্রিয়াও চলছে। গ্রামের প্রায় ৩৩০ জন বাসিন্দা গ্রাম ছাড়ার জন্য বন দপ্তরের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পুনর্বাসন প্যাকেজের টাকা ঢুকতেও শুরু করেছে। বন দফতরের বক্তব্য, যে গ্রামগুলি স্থানান্তরের তালিকায় থাকে, সেখানে নানা বিধিনিষেধ জারি করা হয়। পর্যটনের ক্ষেত্রেই সেই নিয়ম বেশি কার্যকর হয়। বন দপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী, জয়ন্তীতে পর্যটকদের রাত্রিবাস বন্ধ করা হতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দারাও সেই আভাস পেয়েছেন। গ্রাম ছাড়তে অনিচ্ছুক বাসিন্দারা তাই বিষয়টি আটকাতে পুরোনো মামলা নিয়ে ফের তৎপর হয়েছেন।

গাছে ধাক্কা গাড়ির, লাটাগুড়িতে দুর্ঘটনায় মৃত এক, আহত তিন

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: গাছে ধাক্কা মারল দ্রুতগতিতে আসা গাড়ি। বুধবার সকালে লাটাগুড়ি-চালসা জাতীয় সড়কের গরুমারা ও লাটাগুড়ি বনাঞ্চলের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তরুণীর। আহত হয়েছেন আরও তিনজন। নিহত তরুণীর নাম তিতলি রায় (১৯)। আহতদের তাদের সকলের বাড়ি শিলিগুড়ির সূর্যসেন, বাঘাযতীন ও শান্তি কলোনি এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যে একটি ছোটো গাড়ি দ্রুতগতিতে চালসার দিকে যাচ্ছিল। গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলঘেরা রাস্তায় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশের একটি বিশাল গাছে সজোরে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে গাড়িটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেটেলি থানা ও ট্রাফিক পুলিশ। স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ হতাহতদের উদ্ধার করে চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসকরা তিতলি রায়কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি তিনজনের

দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে গাড়িটি।

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাদের দ্রুত মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রাথমিক অনুমান, বৃষ্টির জেরে পিছল রাস্তায় অতিরিক্ত গতির কারণেই এই নিয়ন্ত্রণহীন দুর্ঘটনা ঘটেছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মেটেলি থানার পুলিশ।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
27 August, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

ত্রাণ নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু বিজেপির, প্রধানের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে অসুস্থ দলের পঞ্চায়েত সদস্য

সংবাদদাতা, মহিষাদল : জলযন্ত্রণায় জেরবার সাধারণ মানুষ। এরই মাঝে পঞ্চায়েতে ত্রাণবণ্টন নিয়ে বিজেপি প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যার ধস্তাধস্তিতে সরগরম হয়ে উঠল মহিষাদল ব্লকের অমৃতবেড়িয়া এলাকায়। বিজেপির দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব থামাতে শেষমেশ আসরে নামতে হয় বিডিওকে। বুধবার দিনভর অমৃতবেড়িয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দ্বন্দ্বে তপ্ত হয়ে উঠল। উল্লেখ্য, ১৮ আসন বিশিষ্ট অমৃতবেড়িয়া গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির দখলে যায়। তৃণমূল এবং বিজেপি ৮টি করে আসন পেলেও সিপিএমের এক সদস্যের সাহায্য নিয়ে বোর্ড গড়ে বিজেপি। বিজেপির তরফে প্রধান করা হয় শুভ্রা পন্ডাকে। আর তাঁকে নিয়েই দলের একাংশের ক্ষোভ চলে আসে প্রকাশ্যে। প্রধানের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ তোলেন তাঁর দলের পঞ্চায়েত সদস্য। কয়েকদিন আগে বিজেপির ৬ পঞ্চায়েত সদস্য প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। তবে পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকায় অনাস্থা প্রস্তাব বাতিল করেন বিডিও। এরই মাঝে ওই পঞ্চায়েত এলাকায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিধায়ক তহবিলের ত্রাণ গিয়ে পৌঁছায়। আর এবার সেই ত্রাণবণ্টন নিয়ে বিজেপি প্রধান ও দলের এক পঞ্চায়েত সদস্যার গন্ডগোলে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে এলাকা। জানা যায়, সন্ধ্যায় ত্রাণ পৌঁছানোর খবর পেয়েই পঞ্চায়েতে যান প্রধান শুভ্রা পণ্ডা। একই

বিজেপির অন্তর্কলহে জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি পঞ্চায়েত সদস্য।

সঙ্গে সেখানে পৌঁছন দলের বাকি পঞ্চায়েত সদস্যরাও। সেখানেই ত্রাণ নিয়ে প্রধানের সঙ্গে বাদানুবাদ শুরু হয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যা রীতারানি সাহু অধিকারীর। শুরু হয় দুজনের ধস্তাধস্তি। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন রীতারানি। তাঁকে ভর্তি করা হয় বাসুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। তিনি জানান, প্রধান সব সময় নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করেন। যা ইচ্ছে তাই করেন। কোনও পঞ্চায়েত সদস্যকে নিয়ে কাজ করেন না। ওঁর বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার প্রমাণ রয়েছে আমাদের কাছে। আমি ত্রাণের বিষয়ে খোঁজ নিতে গেলে আমাকে আক্রান্ত করা হয়। এদিকে, প্রধানের বিরোধী গোষ্ঠীর বাকি বিজেপি সদস্য ও এলাকার মানুষজন বুধবার

মহিষাদল

প্রধানের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পঞ্চায়েতের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পঞ্চায়েতের ভিতরে আটকে পড়েন প্রধান। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আসরে নামেন মহিষাদলের বিডিও তাপস মণ্ডল। বুধবার বিকেলে প্রধান-সহ পঞ্চায়েত সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। শেষমেশ সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে জানান বিডিও। যদিও গোটা ঘটনা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি বিজেপি প্রধান শুভ্রা পণ্ডা।

সবজি বাজারে যৌথ অভিযানে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার

সবজি বাজার পরিদর্শনে ডিএম এবং এসপি।

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রাম শহরের সবজি বাজার এলাকায় যৌথ অভিযানে নামেন জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর ও পুলিশ সুপার মানব সিংলা। সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক, এসডিপিও-সহ

ঝাড়গ্রাম

প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা। অভিযান চলাকালীন আধিকারিকেরা সরাসরি খুচরো ও পাইকারি দোকানে গিয়ে চাল, পেঁয়াজ, চিনি-সহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুত ও বাজারদর খতিয়ে দেখেন। বিক্রেতা ও গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলে বর্তমান দামের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন জেলাশাসক। শেষে জেলাশাসক জানান, সাম্প্রতিক সময়ে চিনি ও পেঁয়াজের দামে আচমকা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে। আমরা ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্য যাচাই করে দেখেছি। মূল সমস্যা যেখান থেকে এগুলি আমদানি করা হচ্ছে সেখানেই। খুচরো ব্যবসায়ীরা কেনা দামেই বিক্রি করছেন। তবে পুরো বিষয়টির ওপর প্রশাসন নিয়মিত নজরদারি চালাবে। যাতে কেউ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বেশি দাম না নেন সেই বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে।

সচেতনতার অভাবে সাপের কামড়ে মৃত্যু

প্রতিবেদন : সাপে কামড়ানোর পর চুন লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আর সেটাই হয়ে গেল শেষ ঘুম! হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হল বছর ৫৬ বছরের প্রৌঢ়া দীপালি সামন্তের। মঙ্গলবার মর্মান্তিক এই ঘটনা সবংয়ের দাঁদরা অঞ্চলের নানকার নীলা বাটিটাকি এলাকায়। মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিলেন দীপালি দেবী। মঙ্গলবার ভোরে বাড়ির বাইরে বেরোলে আচমকাই একটি বিষধর সাপ তাঁর পায়ে ছোবল দেয়। সাপের কামড়ের কথা পরিবারের সদস্যদের জানান তিনি। এরপর পায়ে চুন লাগিয়ে ফের ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। কিছুক্ষণ পরেই হাতে-পায়ে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়। এরপরই পরিবারের সদস্যরা সবং হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুপুরে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় ফের একবার সাপের কামড় ঘিরে গ্রামাঞ্চলের মানুষজনদের অজ্ঞতার বিষয়টি প্রকাশ্যে এল বলে মনে করে বন্যপ্রাণ গবেষক রাকেশ সিংহ দেবের বক্তব্য, এক্ষেত্রে কালাচ বা কালোচিতি সাপ কামড় বসাতে পারে। এদের সাইলেন্ট কিলার বলা হয়। কামড়ানোর পর কিছুই বোঝা যায় না। তবে, সময় নষ্ট করলেই বিপদ। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক বর্ষায় সবংয়ের প্রায় ১০ জনকে সাপে কামড়ায়। তবে তাঁরা চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন।

চড়া দামে সার বিক্রির অভিযোগ পেয়েই দোকান বন্ধ করল পুলিশ

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : বিভিন্ন জেলায় নানা প্রান্তে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে রাসায়নিক সার। এই অভিযোগ উঠছিল বেশ কয়েক দিন ধরেই। ধানচাষের মরশুমে সেই অভিযোগ এবার সামনে এল পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার বসুধায়। চাষিদের কাছ থেকে নির্ধারিত দামের তুলনায় অতিরিক্ত টাকা নিয়ে সার বিক্রির অভিযোগ উঠল এক সার ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ পাওয়ামাত্রই তৎপর হল কাঁকসার পুলিশ। ঘটনায় বসুধা এলাকায় ওই সারের দোকানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় চাষিদের অভিযোগ, এলাকার এক সার ব্যবসায়ী রাজীব ঘোষ চাষের প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে তাঁদের কাছে রাসায়নিক সার চড়া দামে বিক্রি করছিলেন। বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ চাষিরা কাঁকসা পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযোগ পাওয়ার পরই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করে প্রশাসন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই সারের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি সার বিক্রির

সারের দোকান সিল করে দিল পুলিশ।

ক্ষেত্রে কোনও কালোবাজারি বা অতিরিক্ত দাম নেওয়া হয়েছিল কিনা, তাও খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে প্রশাসন। স্থানীয় চাষিদের দাবি, চাষের মরশুমে সারের চাহিদা বেশি থাকে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কোনও ব্যবসায়ী যাতে চাষিদের কাছ থেকে অতিরিক্ত দাম নিতে না পারেন, সে বিষয়ে প্রশাসনের আরও কড়া নজরদারি প্রয়োজন। তাঁদের অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে

কাঁকসা

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাসায়নিক সার চড়া দামে বিক্রির অভিযোগ সামনে আসছিল। এবার তাঁদের এলাকাতেও একই অভিযোগ ওঠায় তাঁরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। অভিযোগ পাওয়ার পর প্রশাসন দ্রুততার সঙ্গে যে পদক্ষেপ করেছে, তাতে তাঁরা সন্তুষ্ট। তবে শুধু দোকান বন্ধ করলেই হবে না। যাঁরা বারবার দাম বেশি নিচ্ছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে বলেও দাবি তোলেন তাঁরা। সম্প্রতি জেলাশাসক পন্নামবলাম এস বলেন, সারের কালোবাজারি ও অতিরিক্ত দামে সার বিক্রি রুখতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

রাখি দেওয়া হেরিটেজ তাঁতের শাড়ি বুনে চমক ফুলিয়ার অভিনবের

প্রতিবেদন : বাংলার হস্তচালিত তাঁত শিল্প যে শুধু ঐতিহ্যের ধারক তা নয়, বরং আধুনিক ফ্যাশন দুনিয়াকে নতুন পথ দেখাতেও সক্ষম তা ফের প্রমাণ করলেন ফুলিয়ার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত তাঁতশিল্পী অভিনব বসাক। প্রথাগত চিন্তাভাবনা বাইরে সম্পূর্ণ নিজস্ব গবেষণা ও কারিগরি দক্ষতায় তিনি তৈরি করেছেন ভারতের প্রথম পরিধানযোগ্য রাখি বসানো হেরিটেজ শাড়ি। শাড়ির ভাঁজে ও বুননে আস্ত একটি ব্যবহারযোগ্য রাখি তৈরির এই নজির হস্তচালিত তাঁতের ইতিহাসে প্রথম। নকশা থেকে শুরু করে সুতোর টানাপোড়েনে মাত্র পাঁচ দিনের চেষ্টাতেই পুরো কাজটি শেষ করেছেন তিনি। পরীক্ষামুলকভাবে তৈরি হলেও এই বিশেষ তাঁতের রাখি কাম শাড়ি ইতিমধ্যেই এলাকায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সাধারণত বাজারে প্লাস্টিক, কেমিক্যাল বা কৃত্রিম উপকরণের তৈরি রাখি সহজলভ্য হলেও অভিনব বসাকের এই ভাবনায় রয়েছে একশো ভাগ পরিবেশ বান্ধবের ছোঁয়া। সম্পূর্ণ সুতো দিয়ে তৈরি এই রাখিটি শাড়ির আঁচল বা জমি তৈরির সময় অতিরিক্ত টানা ও বোনার মাধ্যমে বিশেষ ইন্টারলকিং পদ্ধতিতে মূল বুননের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় বিষয়,

রাখি দিয়ে শাড়ি বোনায় ব্যস্ত অভিনব বসাক।

শাড়ির মূল গঠন সুতো এবং বুননের সামান্যতম ক্ষতি না করে অত্যন্ত নিখুঁত এবং সূক্ষ্ম কাটিং পদ্ধতিতে শাড়ি থেকে রাখিটি কেটে সম্পূর্ণ আলাদা করা সম্ভব। আলাদা করার পর সেই রাখিটি অনায়াসে কবজিতে বাঁধাও যাবে অথচ মূল শাড়ির কাপড়ে কোনও সমস্যা হবে না। তাঁতশিল্পী অভিনব বসাক জানান, তাঁতশিল্পে এমন কাজ আগে কখনও হয়নি। আগামী দিনে এই কাজের পরিধি আরও বাড়িয়ে এলাকার বহু মহিলা ও পুরুষ তাঁতশিল্পীদের যুক্ত করে টাঙ্গাইল ও জামদানির রাখি তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে।

পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত বিক্রিতে অভিযুক্ত ৩ ল্যাব টেকনিশিয়ান সুশান্ত দাস, মান্তু দাস ও নজরুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হল

বিশ্বভারতীর হস্টেলে পড়ুয়ারা শারীরিক ও মানসিক হেনস্থার শিকার

পাঠভবন : আবাসিক পড়ুয়াদের নানা সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন মহলে অভিভাবকদের অভিযোগ

প্রতিবেদন : বিশ্বভারতীর পাঠভবনের আবাসিক পড়ুয়াদের নানা সমস্যা নিয়ে এবার একাধিক মহলে অভিযোগ জানালেন অভিভাবকেরা। খাবারের মান, পড়াশোনার পরিবেশ এবং পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা। একইসঙ্গে স্বাস্থ্য পরিষেবা, পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল এবং হস্টেলের পরিবেশ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। সোমবার রাতে ই-মেল করে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রকের কাছে অভিযোগ ও জানিয়েছেন অভিভাবকেরা। মুখ্যমন্ত্রীকেও মেল খরা হয়েছে। এই সব সমস্যার দ্রুত সমাধানের জন্য তাঁদের হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে। অভিযোগপত্রের প্রতিলিপি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হয়েছে। এই ব্যাপারে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অভিভাবকদের অভিযোগ, পাঠভবনের আবাসিক পড়ুয়াদের খাবারের জন্য প্রতিদিন প্রায় ১০৪ টাকা দিতে হয়। তা সত্ত্বেও খাবারের গুণমান ভাল নয়। খাবারে পোকামাকড় বা কেন্নো পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আবার কখনও সামনে এসেছে খাবারের মধ্যে প্লাস্টিকের টুকরো মেলার অভিযোগ। হস্টেলে পড়ুয়াদের শারীরিক ও মানসিক হেনস্থা করার অভিযোগ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন অভিভাবকেরা। তাঁদের আশঙ্কা, অভিযোগ জানালে তার প্রভাব সন্তানদের উপর পড়তে পারে। চিঠিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। পানীয় জল, বায়ো-টয়লেট, পরিচ্ছন্নতা এবং পড়াশোনার সুযোগ-সুবিধা নিয়েও বহু প্রশ্ন তোলা হয়েছে। আবাসিক পড়ুয়াদের জন্য সামগ্রিকভাবে নিরাপদ ও সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক জানান, সমস্যা নিয়ে একাধিকবার কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী সমাধান হয়নি। তাই এবার বিশ্বভারতীর আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রক এবং মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছি। আশা করি ডবল ইঞ্জিন সরকারের তরফে এবার অন্তত সদর্থক পদক্ষেপ করা হবে।

ঝুলনে ফের আগ্রহ বাড়ছে ছোটদের কৃষ্ণনগরে বাড়ছে মাটির পুতুল বিক্রি

প্রতিবেদন : আলমারির এক কোণে রাখা মাটির পুতুলগুলো বের করে ধুলো ঝাড়ছে কোনও খুদে। কেউ আবার কিনছে নতুন পুতুল। ঝুলন সাজানোর প্রস্তুতিতে ব্যস্ত এখন এরকম অনেক খুদেই। আগামী রবিবার ঝুলন। সময় বদলেছে, বদলেছে উৎসব পালনের ধরনও।একসময় ঝুলন মানেই ছিল পাড়ায় পাড়ায়, বাড়িতে বাড়িতে উৎসবের আবহ। ঘরের এক কোণে কাঠ, মাটি, কাপড় কিংবা নানা সামগ্রী দিয়ে তৈরি হত ছোট্ট ঝুলনের আসর। সেখানে সাজানো হত মাটির পুতুল, ছোট ছোট ঘরবাড়ি, গাছপালা, পশুপাখি, কৃষিকাজের দৃশ্য থেকে শুরু করে নানা দৃশ্য। ছোটদের কাছে সেই আয়োজন ছিল অন্যতম আনন্দ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো চল অনেকটাই কমেছে। তবে একেবারে হারিয়ে যায়নি। নতুন করে ছোটদের মধ্যে ঝুলন নিয়ে আগ্রহ তৈরি হওয়ায় ফের চাহিদা বাড়ছে বিভিন্ন ধরনের ছোট-বড় পুতুলের। ঝুলন এলে শুধু পুতুলের বাজারই জমে ওঠে না, প্রবীণদের মনেও ভর করে নানা স্মৃতি। আজকের শিশুদের হাতে ফের মাটির পুতুল দেখে প্রবীণদের অনেকেই বলছেন, সময় বদলেছে, কিন্তু ঝুলনের আনন্দটা যেন এখনও একই রয়ে গিয়েছে। আগেকার দিনে অনেকেই বাড়ি বাড়ি ঝুলন দেখতে বেরোতেন। প্রত্যেক বাড়িতেই যেন উৎসবের আবহ তৈরি হত। বর্তমানে সময় বদলেছে। বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রাও।

নেপালের হড়পা বানে নিখোঁজ

(প্রথম পাতার পর)
নিমেষের মধ্যে ভেসে যায় একের পর এক গ্রাম, ঘরবাড়ি। রাসুয়া, নুয়াকোট, ধাদিং, গোর্খা এবং চিতোয়ান প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সতর্ক করা হয়েছে ভারত সীমান্ত লাগোয়া বিহার এবং উত্তরপ্রদেশকেও।

রাজ্যের স্বাস্থ্য বেহাল

(প্রথম পাতার পর) মালদহ মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি অনুযায়ী, যে ১০ নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে, তাদের মধ্যে ৮ শিশুর জন্ম হয়েছে জেলার অন্য কোনও হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের সরকারি মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে আসা হয়েছিল। যে দিন ওই আটটি শিশুর মৃত্যু হয়, সে দিন মালদহ মেডিক্যাল কলেজে জন্ম নেওয়া দুটি শিশুও মারা যায়। এই ঘটনার পর চাপে পড়ে জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল এবং নার্সিংহোমে অভিযান শুরু করেছেন স্বাস্থ্য আধিকারিকেরা। মালদহ মেডিক্যাল কলেজের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন নার্সিংহোম এবং বেসরকারি হাসপাতালে অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন। কিন্তু এই হারে শিশুমৃত্যু তৈরি করেছে আশঙ্কা। প্রশাসন যদি ঠেকাতে না পারে তাহলে এই সদ্যোজাতের মৃত্যুহার ৫০০-১০০০ ছাড়িয়ে যাবে। বেহাল রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে বাড়ছে ক্ষোভ সঙ্গে চিন্তাও। শিশুমৃত্যু নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তেই হাসপাতালের তরফে সাফাই দেওয়া হয়েছে, কোনও শিশুর শ্বাসকষ্টের সমস্যা ছিল, কেউ ভুগছিল জন্ডিসে তো কেউ হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যায়। প্রত্যেকটি আলাদা কারণে কীভাবে এতগুলি শিশুর একসঙ্গে মৃত্যু হতে পারে? এই প্রশ্নই এখন সবথেকে বড়। শুধু তাই নয়, সরকারি হাসপাতাল নিজেদের দায় এড়াতে নার্সিংহোমগুলির ওপর দোষ চাপাচ্ছে। এতগুলি শিশুর মৃত্যুতে বিশেষজ্ঞরাও উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। চারিদিকে চাপে পড়ে জেলার ১৬টি নার্সিংহোম এবং হাসপাতালে অভিযান হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ, জেলা স্বাস্থ্য দফতর, জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে বলে জানাচ্ছেন স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা।

নৈরাজ্যের আর এক

(প্রথম পাতার পর)
তৃণমূল সাংসদ আরও জানান, রাজনীতিতে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকতে পারে, বিরোধিতাও থাকতে পারে— কিন্তু পৈশাচিক কায়দায় শারীরিক আক্রমণ চালিয়ে প্রতিপক্ষকে দমন করার এই অপসংস্কৃতি বাংলার মাটি সহ্য করবে না। শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকা এই সমস্ত গুন্ডাবাহিনী রাজ্যে যেভাবে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে, তা সাধারণ মানুষের মনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল— এই ধরনের নৃশংস ঘটনার পরও রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা! আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব যাদের কাঁধে, সেই পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা আজ প্রশ্নের মুখে। অপরাধীরা প্রকাশ্যেই হিংসা ও তাণ্ডব চালাচ্ছে, অথচ প্রশাসনের একাংশের নিষ্ক্রিয়তা বা নীরব দর্শকের ভূমিকা জনমনে মারাত্মক সংশয় তৈরি করছে। পুলিশ যদি জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়, তবে সাধারণ মানুষের সুরক্ষা কোথায়? এই ধরনের জঘন্য সন্ত্রাস চলতে দিলে তা গণতন্ত্রের ভিতকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দেবে।

অভিষেক দোষীদের কঠোর শাস্তি চেয়ে লিখেছেন, বাংলা বরাবরই শান্তি, সম্প্রীতি ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত। এখানে হিংসার কোনও জায়গা থাকতে পারে না। অবিলম্বে এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সমস্ত অপরাধীকে চিহ্নিত করে কঠোরতম আইনি শাস্তির আওতায় আনতে হবে। পুলিশ প্রশাসনকে মেরুদণ্ড সোজা করে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে এবং রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে আইনের শাসন সুনিশ্চিত করতে হবে। এই জনবিরোধী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই জারি থাকবে। হত্যা, ভয় দেখিয়ে আমাদের কণ্ঠ রোধ করা যাবে না।

নেহালিয়া হাউসে শুরু দুই শতাব্দীপ্রাচীন পাঁচদিনের ঐতিহ্যবাহী ঝুলন

জিয়াগঞ্জ

প্রতিবেদন : বুধবার থেকে জিয়াগঞ্জ নেহালিয়া রায়বাহাদুর বাড়িতে শুরু হয়েছে পাঁচদিন ব্যাপী প্রায় দুই শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ঝুলনযাত্রা। এই উৎসব উপলক্ষে রায়বাহাদুর বাড়ির রাধামোহনকে সোনার গয়নায় সাজানো হয়েছে। পাশাপাশি রং করা হয়েছে রায়বাহাদুর বাড়ি তথা নেহালিয়া হাউস। রায়বাহাদুর বাড়ির এই ঝুলনযাত্রাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উৎসবে মেতে উঠেছে জিয়াগঞ্জের মানুষ। ঝুলন উৎসব উপলক্ষে নেহালিয়া রায়বাহাদুর বাড়ির সামনে হাটের মাঠে বসেছে মেলা। মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে নেহালিয়ার জমিদার সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের রায়বাহাদুর বাড়ির ঝুলন উৎসবের বিপুল খ্যাতি। ১২৫০ বঙ্গাব্দে সুরেন্দ্রনারায়ণের পূর্বপুরুষ উদিতনারায়ণ সিংহের সময়ে রাধামোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার বছর থেকেই এই ঝুলন উৎসবের প্রচলন হয় বলে বাড়ির বর্তমান সদস্যরা জানান। রায়বাহাদুর পরিবারের এক সদস্যের কথায়, মন্দিরে কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ ও অষ্টধাতুর শ্রীরাধা রয়েছেন। রাধাকৃষ্ণের সেই যুগল মূর্তি এখানে রাধামোহন নামে পরিচিত। সারা বছর রাধামোহন রুপোর গয়নায় সাজানো থাকলেও ঝুলন ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে তাঁকে সোনার গয়নায় সাজানো হয়।

শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের মাথার মুকুট, গলার মালা, হাতের বালা, কোমরের বিছে, পায়ের নুপুর এবং কৃষ্ণের বাঁশি এ সবই সোনার তৈরি। আগে ঝুলন উৎসবে নাটমন্দিরে কলকাতার বিখ্যাত যাত্রাদলগুলির যাত্রা হত। যাত্রা দেখতে জেলার বিভিন্ন এলাকার জমিদার ও রাজারাও নেহালিয়া হাউসে আসতেন। এখন কলকাতার যাত্রাদল না এলেও ঝুলনের পাঁচদিন পুরনো ঐতিহ্য মেনে মন্দিরের সামনের নাটমন্দিরে কৃষ্ণযাত্রা, কীর্তন ও বাউলগান-সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। রায়বাহাদুর বাড়ির ঝুলনযাত্রা উৎসব একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচদিন চললেও ঝুলনমেলা জন্মাষ্টমী পর্যন্ত টানা দু'সপ্তাহ চলে।

দিল্লি দরবার
27 August, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিছক দুর্ঘটনা, নাকি অন্য কিছু? কর্নাটকের বিজয়পুরায় ভুতনাল হ্রদে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেল ২ শিশু ও ৪ মহিলার দেহ। মৃতরা শান্তিনগরের বাসিন্দা শোভা মল্লিকার্জুন এবং তাঁর ৫ সন্তান

হাথরস: যোগী সরকারের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি: ২০২০ সালের হাতরাস গণধর্ষণ ও হত্যা মামলার নির্যাতিতার পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কড়া মন্তব্য করেছে। আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, পরিবারটিকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করার বিষয়ে পূর্বের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও উত্তর প্রদেশ সরকার তাদের আবেদন সঠিকভাবে বিবেচনা করেনি। বিচারপতি রাজন রায় এবং বিচারপতি জসপ্রীত সিংয়ের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ২০২৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৪ নভেম্বর এবং ২০২৫ সালের ৮ জানুয়ারির আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী বিষয়টির যথাযথ বিবেচনার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এক অপ্রয়োজনীয় প্রতিরোধ দেখা যাচ্ছে। এর ভিত্তিতেই এলাহাবাদ হাইকোর্ট উত্তর প্রদেশের যোগী সরকারকে আগামী তিন মাসের মধ্যে নির্যাতিতার পরিবারকে গাজিয়াবাদ অথবা নয়ডায় পুনর্বাসিত ও স্থানান্তরিত করার চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছে।

আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করায় ভর্ৎসনা

আদালত ২০২৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারির রাজ্য সরকারের আগের সিদ্ধান্তটি বাতিল করে দেয়, যেখানে নির্যাতিতার পরিবারকে কাসগঞ্জ, ইটা বা আলিগড়ে পুনর্বাসনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, গাজিয়াবাদ বা নয়ডায় স্থানান্তরের আবেদনকে অগ্রাহ্য করে নেওয়া সরকারের সেই সিদ্ধান্তটি ''আইনের চোখে কোনও সিদ্ধান্তই নয়''। হাইকোর্ট আরও নির্দেশ দিয়েছে যে, উত্তর প্রদেশ সরকারের অতিরিক্ত মুখ্যসচিবকে (স্বরাষ্ট্র) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দেশ পালনের হলফনামা পেশ করতে হবে; অন্যথায় তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। এর আগে ২০২২ সালের ২৬ জুলাই হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে, পরিবারটির সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন এবং শিশুদের শিক্ষার চাহিদার কথা মাথায় রেখে হাতরাসের বাইরে উত্তর প্রদেশের অন্য কোনো স্থানে তাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। সাম্প্রতিক নির্দেশে আদালত আরও বলেছে যে, স্থানান্তর ও পুনর্বাসনের পরপরই পূর্বের নির্দেশ অনুযায়ী পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরিও দিতে হবে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে হাথরসের ওই গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সারা দেশজুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

বাংলায় ভোটচুরি, সোচ্চার কংগ্রেস

নয়াদিল্লি: বাংলায় বিজেপি-কমিশনের অশুভ আঁতাত এবং ভোটচুরি নিয়ে সোচ্চার হল কংগ্রেস। সমাজমাধ্যমে দলের পক্ষ থেকে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলা হয়েছে, মোদি এবং জ্ঞানেশ কুমার বাংলায় এসআইআরের আড়ালে ব্যাপক ভোট চুরি করেছে। নির্বাচনের আগে বাদ দেওয়া হয়েছে প্রকৃত ভোটারদের নাম। ভোট মিটতেই আবার তালিকায় জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেইসব নাম। হাতেনাতে তা ধরাও পড়েছে। মোদি এবং কমিশনকে এক হাত নিয়ে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এসআইআরের পরে শুনানি হয়েছিল ৮২,৭৮২ আবেদনের। তার মধ্যে ৯১ শতাংশ অর্থাৎ ৭৫,৪৪৩ টি নাম আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে ভোটার তালিকায়। এভাবে ভোটচুরি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিয়েছেন মোদি-জ্ঞানেশ।

বিচারপতি বনাম বিচারপতি

জয়পুর: সম্ভবত অভূতপূর্ব ঘটনা। দেশের বিচারব্যবস্থায় বিরল ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা। হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ আনলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি। রাজস্থান হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব প্রকাশ শর্মার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। কী সেই অভিযোগ? তিনি সন্দেহজনক কার্যকলাপে জড়িত বলে অভিযোগের পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সন্দীপ মেহতা। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে পরপর একাধিক চিঠি পাঠিয়ে তিনি বিচারপতি এস পি শর্মাকে অবিলম্বে রাজস্থান হাইকোর্ট থেকে অপসারণ ও রাজ্য থেকে বদলির জন্য সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের জরুরি হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন।

এরপরেও ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বুলি মোদির?

গঙ্গাজল হাতে ঘুষের টাকা সমান ভাগের আজব শপথ যোগীরাজ্যে

লখনউ: এরপরেও ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ফাঁকা বুলি আওড়াবেন মোদি-শাহ? এরপরেও রাজনৈতিক মূল্যবোধ নিয়ে বড়বড় কথা বলবেন তাঁরা? দুর্নীতি কতটা গভীরের শিকড় বিছিয়েছে যোগীরাজ্যে এবং কতটা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে শাসক বিজেপিকে, তার মোক্ষম প্রমাণ মিলল উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে। অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও সত্যি, পুরসভা ৬০ জন কাউন্সিলর হাতে গঙ্গাজল নিয়ে শপথ নিয়েছেন, কেউ ঘুষ নিলে তা সমান ভাগে ভাগ করা হবে ৬০ জনের মধ্যে। এবং এই ঘুষ নিয়ে বা নিতে গিয়ে যদি কেউ বিপদে পড়েন, তবে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে পাশে দাঁড়াবেন। অর্থাৎ গঙ্গাজলের মতো পবিত্র প্রতীক হাতে নিয়ে দুর্নীতির শপথ

বিজেপি কাউন্সিলরদের কুকীর্তি

জনগণের ভোটে নির্বাচিত পুরপ্রতিনিধিদের। স্তম্ভিত গণতন্ত্রপ্রিয় সভ্য সমাজ এবং সাধারণ মানুষ। জানা গিয়েছে, শাহজাহানপুর পুরসভা মূলত বিজেপির দখলে এবং কাউন্সিলরদের অধিকাংশই বিজেপির। এভাবে গঙ্গাজল হাতে নিয়ে কাউন্সিলরদের নাগরিক তহবিলের নামে দুর্নীতির টাকা সমানভাগে ভাগ করে নেওয়ার শপথের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া মাত্রই ব্যাপক আলোড়ন পরে যায় যোগীরাজ্যে। এমন ঘটনার কথা সত্যিই শোনা যায়নি আগে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এই শপথের পরেই নিজেদের মধ্যে হইহুল্লোড় শুরু করে দেন ওই কাউন্সিলররা।

কেমন ছিল সেই শপথ? জলভর্তি একটি পাত্র হাতে নিয়ে এক কাউন্সিলর শপথ নেওয়ার ভঙ্গিতে বলছেন, ঘুষের টাকা ৬০ জনের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া হবে। ওই ঘরে উপস্থিত বাকি কাউন্সিলররাও সমস্বরে সেই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। বিপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়ানোরও অঙ্গীকার করেন তাঁরা। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে অন্তত ছড়িয়ে পড়েছে তেমনই দৃশ্য।

পোস্টে সতর্কতাবার্তা হাসিনাপুত্র সজীবের

বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আল-কায়দার শীর্ষনেতা

ঢাকা: বাংলাদেশকে ব্যবহার সংগঠন বিস্তারের চেষ্টা করছে আল-কায়েদা উপমহাদেশ। রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের আন্তজাতিক নজরদারি কমিটির রিপোর্টে দেওয়া হয়েছে এই সতর্কবার্তা। জঙ্গি এবং সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের উপরে নজরদারির জন্য গঠিত এই কমিটি এই রিপোর্ট পেশ করেছে চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই। কিন্তু তার থেকেও উদ্বেগের বিষয় হল, শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বলেছেন, বাংলাদেশের মাটিতে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে আল-কায়দা উপমহাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নেতা। এই পোস্টে বাংলাদেশের তারেক রহমান সরকারকেই নিশানা করেছেন হাসিনার পুত্র সজীব। এই তথ্য ভারতের পক্ষেও যে অত্যন্ত উদ্বেগজনক সে ব্যাপারে কিন্তু কোনও সন্দেহই নেই।

কারণ গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, সজীব যার কথা বলছেন তার নাম ইক্রামুল হক। রাজ্য পুলিশের এসটিএফের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই এক্রামুল ওরফে আবু তালাহ এনআইএ বা জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় রয়েছে। এদেশে অন্তত ১০টি জঙ্গি তৎপরতা সংক্রান্ত মামলায় সে অভিযুক্ত। এখানেই শেষ নয়, ভারতীয় গোয়েন্দারা গোপনসূত্রে খবর পেয়েছে, বাংলাদেশে নিজেদের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক ফের ঢেলে সাজানোর অনুকূল পরিবেশ পাচ্ছে বিভিন্ন ইসলামি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন।

কে এই ইক্রামুল? আদতে ময়মনসিংহের বাসিন্দা। ২০১৮ সালে সেখান থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য এসেছিল উত্তরপ্রদেশের দেওবন্দে। কিন্তু সেখানেই অনুপ্রাণিত হয় আল কায়েদার ভাবধারায়। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়, সাংগঠনিক গুরুদায়িত্বও পায় সে। পরে উপমহাদেশের আল কায়েদা ইন সাবকন্টিনেন্টের নিয়োগ বা 'দাওয়া' বিভাগের প্রধানের পদ পায়। ভারতে আরও গভীরে শিকড় বিছিয়ে দেওয়ার মতলবে কোচবিহারের এক দম্পতিকে বাবা-মা হিসেবে পরিচয় দিয়ে বানিয়ে ফেলে জাল নথি। এবং তারই ভিত্তিতে ভারতীয় পাসপোর্টও। এনআইএ-র তদন্তে উঠে এসেছে আরও বিস্ফোরক তথ্য। ৩৩ বছর বয়সের ইক্রামুল বাংলায় প্রায় দু'বছর গা ঢাকা দিয়ে থেকে মধ্যপ্রদেশ থেকে শুরু করে গুজরাত পর্যন্ত তৈরি করে একের পর এক স্লিপার সেল এবং মডিউল।

২০২২ সালে সে বাংলাদেশে পালিয়ে যায় চোরাপথে। পরের বছর জুলাইতেই ঢাকায় সস্ত্রীক গ্রেফতার হয় ইক্রামুল। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে ১০ অক্টোবর জামিন পায় সে। তারপর থেকেই বেপাত্তা। ইক্রামুলের বাবার অবশ্য দাবি, নারায়ণগঞ্জের কোনও মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছে সে। লক্ষণীয়, হাসিনা সরকারের পতনের পরে জামিন পেয়েছে ৩৭০ জঙ্গি। প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। বলছে গোয়েন্দা রিপোর্টই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে থাকা মার্কিন দূতাবাস এবং উপদূতাবাসগুলিকে ভিসা ইন্টারভিউ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। সব দেশের জন্যই এটি প্রযোজ্য

‘ম্যাডিসন স্কোয়্যারে ভাগবতের অনুষ্ঠান সমর্থন করি না’

সংঘ-প্রধানের কর্মসূচি নিয়ে মন্তব্য নিউইয়র্কের মেয়র মামদানির

নিউ ইয়র্কে ভাগবতের বিরুদ্ধে পথসভা।

নিউ ইয়র্ক : আরএসএস প্রধানের মার্কিন সফর ঘিরে আপত্তি আমেরিকার বিভিন্ন মহলে। ভারতে সংঘের পক্ষ থেকে হিন্দুত্ববাদী ভাবাদর্শ প্রচারের নামে সমাজে বিভাজন ও বিদ্বেষে মদত দেওয়ার অভিযোগ আগেই তুলেছিল আমেরিকার সরকারি কমিশন। এবার মোহন ভাগবতের নিউ ইয়র্ক সফর নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করলেন নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানিও। তিনি জানিয়েছেন যে, ম্যাডিসন স্কোয়্যার গার্ডেনে (এমএসজি) আয়োজিত হতে চলা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) আসন্ন অনুষ্ঠানকে তিনি সমর্থন করেন না। তবে এটি একটি ‘ব্যক্তিগত’ কর্মসূচি হওয়ায় শহর প্রশাসনের কাছে তা বাতিল করার আইনি এক্তিয়ার আছে কিনা, সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিত নন।

প্রসঙ্গত, আরএসএস-এর শতবর্ষ উদযাপন বর্ষের বৈশ্বিক জনসংযোগ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সঙ্ঘপ্রধান মোহন ভাগবত নিউ ইয়র্কে পৌঁছানোর কয়েক ঘণ্টা পরেই আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এই মন্তব্য করেন মামদানি। এই কর্মসূচির অধীনে ভাগবতের কানাডা ও ব্রিটেন সফরেরও কথা রয়েছে। আগামী শনিবার ঐতিহাসিক ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে ‘ইউনিভার্সাল ওয়াননেস’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রায় ৫,০০০ প্রবাসী ভারতীয়র উদ্দেশে ভাগবতের ভাষণ দেওয়ার কথা রয়েছে। আরএসএস-এর এই অনুষ্ঠান সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মেয়র মামদানি বলেন, একটি ‘বহুত্ববাদী সমাজ’ এবং ‘ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র’ হিসেবে ভারতের যে দর্শনের কথা তিনি শুনে বড় হয়েছেন, যেখানে ভারত থেকে আসা প্রতিটি মানুষের সমান অধিকারের বিশ্বাস ছিল, সেখানে কোনও একটি দেশের জন্য এমন এক আন্দোলনের উত্থান দেখা অত্যন্ত উদ্বেগজনক যা একটি বর্জনীয় দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে তৈরি। তিনি আরও যোগ করেন, তাই কেবল একজন ভারতীয়-আমেরিকান হিসেবেই নয়, বরং বর্ণ, ধর্ম, বিশ্বাস বা পটভূমি নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের অন্তর্ভুক্তি ও অধিকারে গভীরভাবে বিশ্বাসী একটি শহরের মেয়র হিসেবেও তিনি সংঘের চিন্তাভাবনার তীব্র বিরোধী। ইতিমধ্যে, নিউইয়র্ক সিটি হলের বাইরে একাধিক ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার সংগঠন ম্যাডিসন স্কোয়্যার গার্ডেনে মোহন ভাগবতের প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে একটি যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেছে এবং এই আইকনিক ভেন্যু কর্তৃপক্ষকে অনুষ্ঠানটি বাতিল করার আহ্বান জানিয়েছে। এই বিরোধিতায় ‘হিন্দুস ফর হিউম্যান রাইটস’, ‘ইন্ডিয়ান আমেরিকান মুসলিম কাউন্সিল’ এবং ‘ইন্টারফেইথ সেন্টার অব নিউ ইয়র্ক’-এর মতো সংস্থাগুলোও শামিল হয়েছে।

নেপালে বিধ্বংসী হড়পা বানে মৃত ৭২, নিখোঁজ ৩৮৪ জন

তিব্বত থেকে আসা বন্যায় ভেসে গেলেন ১০৫ জন ভারতীয় পর্যটক

কাঠমান্ডু: নেপালের ভোটো কোশি নদীতে আচমকা ধেয়ে আসা বিধ্বংসী হড়পা বানে ভেসে গিয়ে অন্তত ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। ছাড়িয়ে যেতে পারে ১০০। এই ঘটনায় ১০৫ জন ভারতীয়-সহ অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন। বন্যা পরিস্থিতির সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব পড়েছে নেপালের নুয়াকোট ও ধাডিং জেলায়।

নেপালি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, সীমান্ত সংলগ্ন তিব্বত অঞ্চল থেকে প্রবল বেগে নেমে আসা বন্যার জল নেপালের সীমান্ত এলাকার একাধিক গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে গেছে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করেছে। নেপাল পুলিশের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র তথা ডিআইজি অবি নারায়ণ কাফলেকে উদ্ধৃত করে ‘নেপাল নিউজ’ জানিয়েছে, নুয়াকোট ও ধাডিং জেলা থেকে এখনও পর্যন্ত অন্তত পঁচিশজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, জলমগ্ন ও উপদ্রুত এলাকা থেকে ২৯১ জন বিদেশি এবং ৯৩ জন নেপালি নাগরিক-সহ মোট ৩৮৪ জন পর্যটক নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজ বিদেশিদের মধ্যে ১০৫ জন ভারতীয় নাগরিক বলে নিশ্চিত করেছেন কর্মকর্তারা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় নেপাল সেনাবাহিনী হেলিকপ্টার এবং উদ্ধারকারী দুর্যোগ মোকাবিলা দল মোতায়েন করেছে। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের কাজ জোরকদমে চলছে।

বুধবার তিব্বত সীমান্তবর্তী নেপালের উত্তরের জেলাগুলোতে হঠাৎ বন্যার সৃষ্টি হয়। প্রবল জলস্রোতে রাস্তাঘাট ভেঙে পড়েছে এবং বিদ্যুৎ অবকাঠামো মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নেপাল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ (এনইএ) জানিয়েছে, রসুয়াগধি, চিলিমে, ত্রিশূলি ৩এ, ত্রিশূলি ৩বি হাব ২২০ কেভি সাবস্টেশন, ত্রিশূলি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং দেবীঘাট জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র-সহ তাদের অন্তত ছয়টি প্রধান জলবিদ্যুৎ ও সঞ্চালন কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এছাড়া বন্যা ও ধসের কারণে নেপালের একাধিক জাতীয় সড়কও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নেপালের পুলিশ ও স্থানীয়দের শেয়ার করা ভিডিওতে পাহাড়ি উপত্যকার মধ্য দিয়ে কর্দমাক্ত জলের ভয়াবহ রূপ দেখা গেছে। রসুয়া জেলাতেই নেপাল পুলিশের অন্তত ২৬ জন কর্মী নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছেন এক কর্মকর্তা। এর পাশাপাশি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (এপিএফ) আরও সাতজন সদস্য নিখোঁজ রয়েছেন। নেপাল পুলিশের মুখপাত্র এএফপি-কে জানান, ঠিক কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা পুরোপুরি পরিষ্কার নয়, তবে বন্যার আকার অনেক বড় এবং বহু লোকালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকতে পারে। নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরে যেতে সতর্ক করা হয়েছে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন শাহ ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটির জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি জানান, মেডিক্যাল টিম, স্কাউট এবং রেড ক্রসকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধারকাজ ত্বরান্বিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতি বছর জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বর্ষাকালে দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে বিধ্বংসী বন্যা ও ধস একটি নিয়মিত ঘটনা। তবে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করেছেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই অঞ্চলে চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়া ও আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা বহুগুণ বেড়ে যাচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীকে আড়াল করার নির্লজ্জ চেষ্টা! প্রসিকিউশনের অনুমতি দিল না বিজেপি মন্ত্রিসভা

সোফিয়া কুরেশিকে অসম্মান

নয়াদিল্লি: ভারতীয় জনতা পার্টি শাসিত মধ্যপ্রদেশের রাজ্য মন্ত্রিসভা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার (জনজাতি কল্যাণ) মন্ত্রী বিজয় শাহের বিরুদ্ধে প্রসিকিউশনের জন্য বিশেষ তদন্তকারী দলের (এসআইটি) দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে। কর্নেল সোফিয়া কুরেশি সম্পর্কে গত বছর করা বিতর্কিত ও আপত্তিকর মন্তব্যের ভিত্তিতে এই প্রসিকিউশনের অনুমতি চাওয়া হয়েছিল।

এসআইটি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১৯৬(১)(এ) ধারার বিধান অনুসারে শাহের বিচার শুরু করার জন্য রাজ্য সরকারের অনুমোদন চেয়েছিল। তবে মন্ত্রিসভা অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে এসআইটির আবেদন নাকচ করে দেয়। মন্ত্রিসভার নির্ধারিত অ্যাজেন্ডা শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বাদ দিয়ে বাকি সকলকে মন্ত্রিসভার কক্ষ ত্যাগ করতে বলা হয়। এরপর মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব জানান যে, বিজয় শাহ তাঁর মন্তব্যের জন্য ইতিমধ্যেই তিনবার ক্ষমা চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মন্ত্রিসভা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর বিরুদ্ধে বিচার চালানোর অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এসআইটির আবেদনের ওপর আলোচনা ও সিদ্ধান্তের সময় স্বয়ং বিজয় শাহ মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬ নম্বর ধারার (সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়ানো) অধীনে আদালতের কোনও অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সরকারের এই প্রসিকিউশন মঞ্জুরি আবশ্যক। সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক গঠিত এসআইটি আগেই তাদের তদন্ত সম্পন্ন করে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেছিল এবং শাহের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মধ্যপ্রদেশ সরকারের অনুমতির অপেক্ষায় ছিল। উল্লেখ্য, শাহ কর্নেল সোফিয়া কুরেশির বিরুদ্ধে চরম অপমানজনক ও সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করেছিলেন। কর্নেল কুরেশি উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিংয়ের পাশাপাশি ‘অপারেশন সিঁদুর’-সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপনার মূল মুখ ছিলেন। শাহ বিতর্কিত বক্তব্যে মন্তব্য করেছিলেন যে, যারা আমাদের বোনদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল, আমরা তাদেরই বোনকে পাঠিয়ে তাদের শিক্ষা দিয়েছি। মোদিজি যে তাদের সম্প্রদায়ের বোনকেই তাদের ধ্বংসের জন্য পাঠিয়েছেন, এই কথাটি তিনি অন্তত তিনবার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। এবার বিজেপি রাজ্যের মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট হল, নারীবিদ্বেষী ও বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্য করেও দিব্যি রেহাই মেলে মোদির দলে। প্রমাণ হল, বিজেপি প্রকৃতই নারীবিদ্বেষী দল, যে দলের নেতারা নারী সেনা অফিসারকে অসম্মান করতেও পিছপা হন না।

কাছে দূরে

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

27 August, 2026 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

ঘুরে আসুন লালগড়। গভীর জঙ্গলে ঘেরা এই অঞ্চলে রয়েছে প্রাচীন রাজবাড়ি। এখানে নিষ্ঠার সঙ্গে দুর্গাপুজো হয়। পুজোর সময় দূর-দূরান্তের মানুষজন ভিড় জমান। যাওয়া যায় মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম শহর থেকে

পুজোর ভ্রমণ ১

ঘুরে আসুন পিথোরাগড়

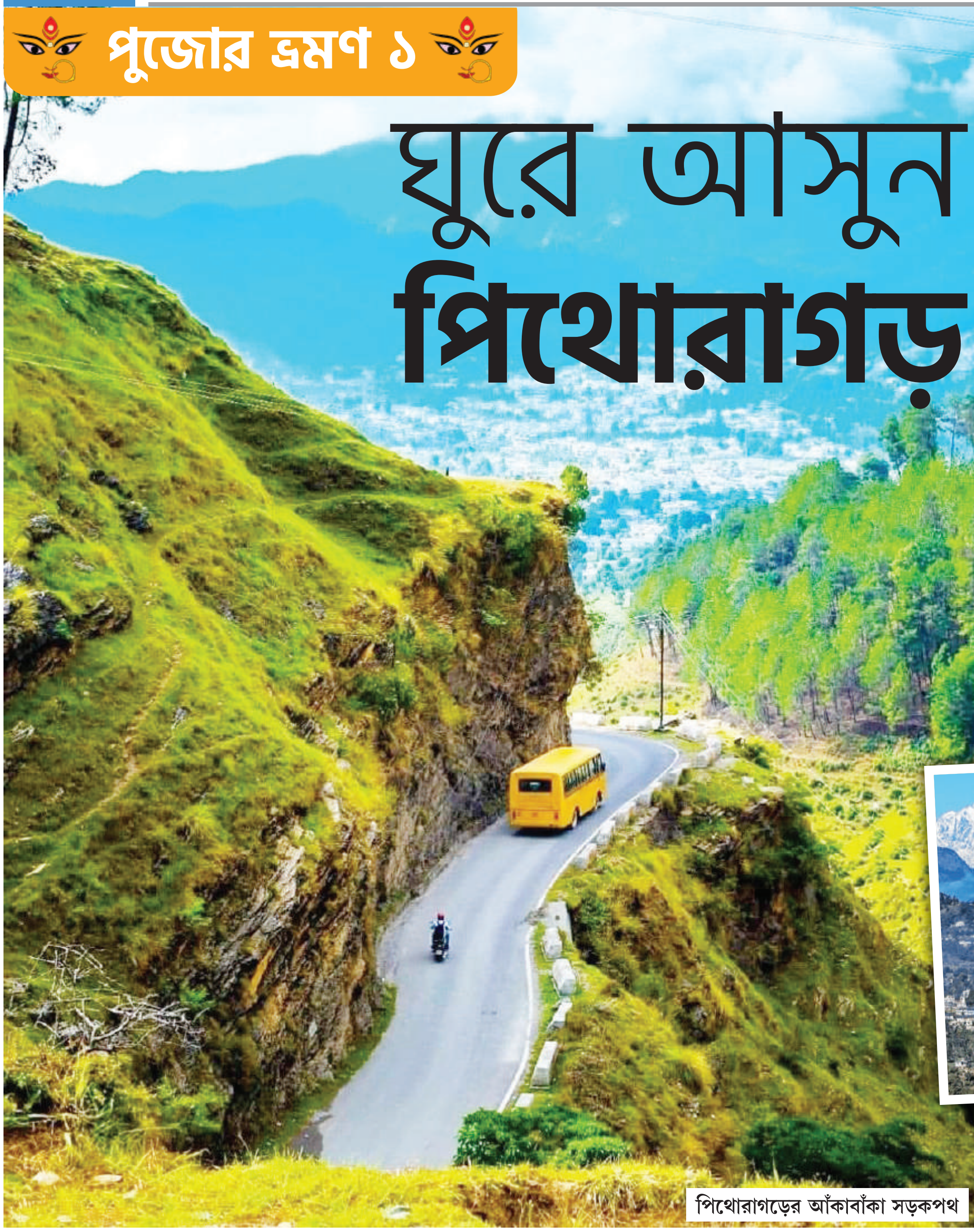

পিথোরাগড়ের আঁকাবাঁকা সড়কপথ

সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, শান্ত শহর উত্তরাখণ্ডের পিথোরাগড়। জায়গাটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। আছে দুর্গ, মন্দির, হ্রদ ইত্যাদি। এখান থেকে হিমালয়ের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। পুজোর মরশুমে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

উত্তরাখণ্ডের মুকুটে অনেক রতন। কিছু রত্ন রয়েছে রাজ্যের কিনারায়। সেগুলো এতটাই সুন্দর যে কোনও ভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। রাজ্যের কুমায়ুন অঞ্চলে অবস্থিত পিথোরাগড় তেমনই একটি জায়গা। শহরটি যেমন সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, তেমনই শান্ত। ১৬২৫ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই শহর পিথোরাগড় জেলার জেলা সদর। এই জায়গার ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। কেউ কেউ বলে এই জেলার নামটি এসেছে চন্দ রাজবংশের রাজা পিথোরা চন্দের নাম থেকে। অনেকের মতে এটা এসেছে চৌহান রাজপুত পৃথ্বীরাজ চৌহানের নাম থেকে। তিনি সওর উপত্যকায় পিথোড়াগড় নামে একটি দুর্গ তৈরি করেছিলেন। ১৩৬৪ সালে, উকুর রাজওয়ারের রাজা ভরতপাল এই অঞ্চল জয় করার পর, চতুর্দশ শতাব্দীর বাকি সময় তিন প্রজন্মের পাল বংশধরেরা পিথোরাগড় শাসন করেছিল। রাজত্বটি পিথোরাগড় থেকে আসকোট পর্যন্ত বিস্তৃত। একটি তাম্রপত্র অনুসারে, ১৪২০ সালে পাল রাজবংশকে চন্দ রাজারা পরাজিত ও বিতাড়িত করে। দোতির ব্রাহ্ম রাজবংশের বিজয় ব্রহ্ম রাজা হিসাবে সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। জ্ঞান চন্দের মৃত্যুর পরে ক্ষেত্রপালের নেতৃত্বে, পাল রাজারা আবার এই অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। মনে করা হয় যে, ১৪৪৫ সালে পিথোরাগড়ের তৎকালীন শাসক জ্ঞান চন্দের পূর্বপুরুষ ভারতী চন্দের সময়, চন্দবংশকে বিতাড়িত করে বাম রাজত্ব শুরু হয়। ষোড়শ শতকে, চন্দ রাজবংশ আবার পিথোরাগড় শহর দখল করে নেয় এবং ১৭৯০ সালে, পাহাড়ের উপর একটি নতুন দুর্গ তৈরি করে। চন্দ রাজবংশের শাসনামলে পিথোরাগড় শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রভূত উন্নতি করেছিল। এই অঞ্চলের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তে। রাজাদের আমলের বেশকিছু প্রাচীন নিদর্শন আজও রয়েছে, যেগুলো পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। এছাড়াও আছে বেশকিছু দর্শনীয় স্থান।

পিথোরাগড় শহরে পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত পিথোরাগড় দুর্গ পর্যটকেরা ঘুরে দেখেন। ২০০ বছরেরও বেশি আগে কুমায়ুনের চন্দ রাজাদের শাসনামলে 'গোর্খারা' নির্মাণ করেছিল। পূর্বে এটা একটা তহসিল সদর দপ্তর ছিল, কিন্তু বর্তমানে এটা একটি জাদুঘর।

পিথোরাগড় হ্রদ ও বাঁধ বদলানিতে অবস্থিত। এই জায়গাটা বেড়ানোর আদর্শ সময় সন্ধে বা ভোরবেলা।

অনেকেই চন্দক পাহাড়ে বেড়াতে যান। শহর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে এটা এমন একটা জায়গা, যেখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে সুবিশাল হিমালয়ের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করা যায়। এখানে রয়েছে মনু মন্দির। দর্শন করতে পারেন। আর্মি গুরুদ্বার, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, মহারাজা পার্ক এবং লাতেশ্বর মহাদেব এখানকার অন্যান্য দর্শনীয় স্থান।

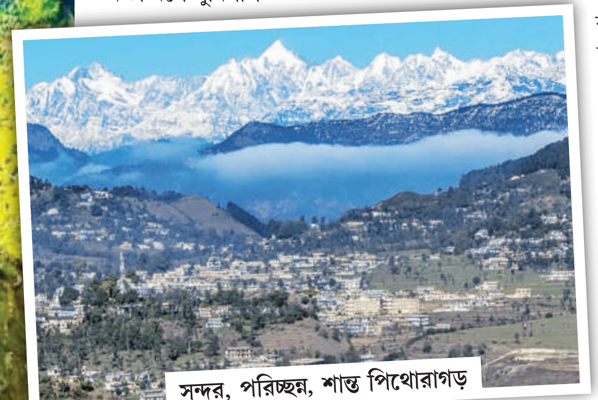

সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, শান্ত পিথোরাগড়

মহাদেব ও দেবী জয়ন্তীর প্রতি উৎসর্গীকৃত ধ্বজ মন্দির শহর থেকে সড়কপথে ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২১০০ মিটার উঁচুতে এই ট্রেকিং পথটি বেশ সুন্দর, তাই পিথোরাগড়ে গেলে এটা না দেখলে বড় ভুল হবে।

থাল কেদার আরএফে রয়েছে শিবমন্দির। এখানে শুধুমাত্র পিথোরাগড় অথবা নকুলেশ্বর মন্দির থেকে ট্রেকিং করে পৌঁছানো যায়।

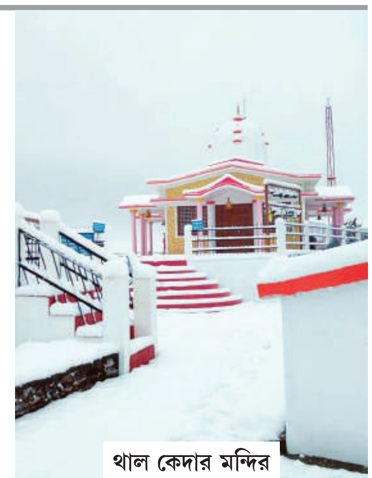

থাল কেদার মন্দির

থাল কেদার মন্দিরে পৌঁছানোর পর যে পরিবেশ, সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিকতা অনুভব করা যায়, তা এক অসাধারণ প্রাপ্তি। এটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮৮০ মিটার উপরে অবস্থিত। স্কন্দ পুরাণে এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

প্রাচীন লাতিরুই রাজ্য হিসেবে পরিচিত আসকোট। এখানে দেখা যায় কস্তুরী হরিণ। এখানকার পাহাড়গুলো রডোডেনড্রন ফুলে ভরা। উপত্যকাগুলো মনোমুগ্ধকর এবং এখানে পঞ্চচুলি ও চিপ্লাকোট শৃঙ্গের মহিমান্বিত রূপ দেখা যায়। এর সীমান্ত নেপাল ও চিনের সঙ্গে সংযুক্ত। উচ্চতা ৬০০ মিটার থেকে ৬৯০৫ মিটার পর্যন্ত হওয়ায় এটা সব ধরনের ভ্রমণকারীদের জন্য একটি আদর্শ স্থান। ঘুরে আসা যায় পুরনো বাজার। এখানে হস্তশিল্প, তাঁত এবং পিতলের জিনিসপত্র কেনাকাটার সুযোগ রয়েছে।

পিথোরাগড় জেলায় শারদীয়া দুর্গোৎসব বা নবরাত্রি অত্যন্ত ভক্তি ও উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। পুজোর মরশুমে দুই-তিন দিনের জন্য সপরিবার ঘুরে আসা যায়।

■ কীভাবে যাবেন?

পিথোরাগড়ের নিকটতম বিমানবন্দর হল পান্তনগর বিমানবন্দর। ২৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পিথোরাগড় থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত তানাকপুর রেলওয়ে স্টেশনটি হল নিকটতম রেল স্টেশন। এই রেলওয়ে স্টেশনটি উত্তর ভারতের প্রধান শহরগুলির সঙ্গে ভালোভাবে সংযুক্ত। এই রেলওয়ে স্টেশন থেকে পিথোরাগড় যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি পাওয়া যায়। আঁকাবাঁকা সড়কপথ ধরে পর্যটকরা বাসের মাধ্যমেও গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন।

■ কোথায় থাকবেন?

পিথোরাগড়ে আছে বেশকিছু হোটেল এবং রিসর্ট। ফলে থাকা খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। খরচ মোটামুটি নাগালের মধ্যে। অবশ্যই স্বাদ নেবেন মোমো, থুকপা ও তিব্বতি খাবারের। এছাড়াও খাবেন আলু কে গুটকে, কুমাওনি থালি, ভাট কি চুরকানি, মিষ্টি খাবার বালমিঠাই, সিঙ্গোদি, রাস ইত্যাদি।

পিথোরাগড় হ্রদ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে তাসখন্দ পৌঁছল অনূর্ধ্ব-২০ ভারতীয় ফুটবল দল

মাঠে ময়দানে

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

ফ্ল্যাশিং মিডোয় প্রদর্শনী ম্যাচে স্বমেজাজে রজার ফেডেরার।

ছেলে লুক্কার ১৫তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নেইমার।

ইউরোপিয়ান টি-২০ প্রিমিয়ার লিগ শুরুর আগে ট্রফির সামনে ছয় অধিনায়ক। ডুপ্লেসি, ম্যাক্সওয়েলদের সঙ্গে অশ্বিন।

চেন্নাইয়িন এফসি-তে যোগ দিয়ে অনুশীলনে নেমে পড়লেন ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তনী মাধি তালাল।

ফিট হয়ে মাঠে ফিরতে বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ট্রেনিং করছেন বুমরা, হার্দিক ও হর্ষিত।

ইউএস ওপেনের মিক্সড ডাবলসে নেমে কোর্ট মাতালেন সেরেনা ও আলকারেজ।

কলম্বো টেস্টে শ্রীলঙ্কার উইকেট পতনের পর সিরাজদের সেলিব্রেশন।

মাঠে ময়দানে
27 August, 2026 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৭ সেপ্টেম্বর সিএবির বার্ষিক পুরস্কার অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি আশিস নেহরা। লাইফটাইম পুরস্কার উৎপল চট্টোপাধ্যায় ও পূর্ণিমা চৌধুরীকে

সুহেলের হ্যাটট্রিকে ব্যারেটোর দলকে ছ'গোল মোহনবাগানের

মোহনবাগান ৬ জর্জ টেলিগ্রাফ ০
(সুহেল-হ্যাটট্রিক,সাজি, সন্দীপ, অভিষেক)

প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গলের কাছে ডুরান্ড ফাইনালে বিধ্বস্ত হওয়ার পর বুধবার ঘরোয়া লিগে নেমেছিল মোহনবাগান। প্রতিপক্ষ হোসে রামিরেজ ব্যারেটোর কোচিংয়ে থাকা জর্জ টেলিগ্রাফ। সুপার সিক্সে উঠতে হলে এই ম্যাচ বাস্তব রায়ের ছেলেদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ডার্বি হারের ধাক্কা কাটিয়ে ব্যারেটোর দলকে হাফ ডজন গোলে চূর্ণ করে জিতল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। প্রায় ৭০ মিনিট ১০ জনে খেলতে হয়েছে জর্জকে। হ্যাটট্রিক করে বাগানের জয়ের নায়ক সুহেল ভাট। একইসঙ্গে প্রতিদিনের মতো এদিনও অন্তত আরও গোটা চারেক সহজ সুযোগ নষ্টও করলেন কাশ্মীরি ফরোয়ার্ড। বড় জয়ে ৮ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে সুপার সিক্সের লড়াইয়ে তিনে উঠে এল মোহনবাগান।
কোচিংয়ে আসার পর এদিনই পুরনো দলের বিরুদ্ধে প্রথমবার ম্যাচ খেললেন ব্যারেটো। কিন্তু লিগের তলানিতে থাকা সবুজ তোতার দল এদিন কিয়ান নাসিরিদের বিরুদ্ধে কোনও লড়াই দিতে পারেনি। শুরু থেকে দাপট দেখিয়ে ১৩ মিনিটেই সুহেলের গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ২০ মিনিটে অফসাইডের কারণে মোহনবাগানের একটি গোল বাতিল হয়। তবে ২৩ মিনিটেই ডান পায়ের আউটস্টেপে দুরন্ত গোল করে ২-০ করেন অ্যালেক্স সাজি। ২৭ মিনিটে বাগানের বিভান জ্যোতিকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন জর্জের অধিনায়ক রণজয় সামন্ত। তবে দশজনেও বিরতির আগে গোটা দুয়েক গোলের সুযোগ তৈরি করে জর্জ। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি।
দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতেই সন্দীপ মালিকের গোলে ব্যবধান বাড়ায় মোহনবাগান। ৪৮ মিনিটে সহজ সুযোগ নষ্ট করেন সুহেল। ৫০ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে নেমেই গোল করেন অভিষেক সূর্যবংশী। ৪-০ এগিয়ে যায় মোহনবাগান। মিনিট পাঁচেক পর সায়নের থ্রু পাস থেকে বল জালে জড়িয়ে দেন সুহেল।
৬৭ মিনিটে ফের সহজ সুযোগ নষ্ট করেন। ৭৩ মিনিটে শেষ পর্যন্ত হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন সুহেল। ম্যাচ শেষে ম্যাচের নায়ককে অভিনন্দন জানান ব্যারেটো। তাঁর দল লিগে ভাল জায়গায় নেই। ব্যারেটো বলছেন, মোহনবাগান যা খেলছিল তাতে আমরা আরও গোল খেতে পারতাম। বাগান কোচ বাস্তব খুশি সুহেল হ্যাটট্রিক করায়। তবে তাঁর গোল মিস নিয়ে চিন্তিত নন।

হ্যাটট্রিকের পর সুহেলকে শুভেচ্ছা সতীর্থদের।

রবিবার মধ্যাঞ্চল ম্যাচ

আরও এনার্জি খুঁজছেন ঈশান

বেঙ্গালুরু, ২৬ অগাস্ট : কোয়ার্টার ফাইনালে ইনিংসে জিতেও দলের খেলায় আরও উন্নতি চান পূর্বাঞ্চল অধিনায়ক ঈশান কিশান। তিনি বলেছেন, আমরা অনেকদিন বাদে খেললাম। মনে হল এনার্জি আগের মতো নেই। পরের ম্যাচে আমাদের দৌড়ের মধ্যে থাকতে হবে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে। প্রতিটি উইকেটের জন্য লড়তে হবে। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে হবে যাতে পরের ম্যাচে আরও ভাল খেলতে পারি।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ইনিংসে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে পূর্বাঞ্চল। কিন্তু এবার সামনে মধ্যাঞ্চলের মতো শক্তিশালী দল। খেলা হবে ৩০ অগাস্ট থেকে। ঈশান অনেকদিন বাদে লাল বলের ক্রিকেটে খেললেন। জাতীয় দলে তিনি সাদা বলের প্লেয়ার। ঈশান অবশ্য বলেন, আমি লাল বলের ক্রিকেটে খেলতে ভালবাসি। এই চ্যালেঞ্জ আমার পছন্দ। মজাও আছে। তবে টেস্ট ম্যাচের চ্যালেঞ্জ আলাদা। ২০২৫-এর নভেম্বরে বরোদার বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচ খেলেছিলেন ঈশান। সেটাই তাঁর শেষ লাল বলের ক্রিকেট। এখানে করেছেন ৪ রান। নিজের আউট নিয়ে আফসোস আছে ঈশানের।
ঈশান বলছেন, সাদা বল থেকে লাল বলে আসা একটু কঠিন। কিন্তু মানিয়ে নিতে হয়। প্লেয়ারদের অজুহাত দেওয়ার জায়গা নেই। শুধু সাদা থেকে লাল বলে এলে মানিয়ে নেওয়ার সময় লাগে। এটা জরুরি।

ব্রাজিল ম্যাচ খেলতে মুখিয়ে আছেন এডমুন্ড

নয়াদিল্লি, ২৬ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপ ফাইনালে নিজের নাম ইতিহাসে তুলেছেন এডমুন্ড লালরিনডিকা। ১৯৯৭ সালের ফেডারেশন কাপ সেমিফাইনালে সেই ডায়মন্ড ম্যাচের ডার্বির স্মৃতি ফিরিয়ে মিজো তারকা বাইচুং ভুটিয়ার কীর্তি ছুঁয়েছেন হ্যাটট্রিক করে। ডার্বির নায়ক সেই যুবভারতীতেই পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। এআইএফএফ-এর ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আবিষ্কার এডমুন্ড তাঁর সাফল্যের কৃতিত্ব দিচ্ছেন ফেডারেশনকে। এক সাক্ষাৎকারে তরুণ মিজো উইঙ্গার জানিয়েছেন, ব্রাজিল ম্যাচের অপেক্ষায় রয়েছেন তিনি।
এডমুন্ডের কথায়, প্রত্যেক ভারতীয় ফুটবলারের মতোই আমার কাছেও ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পাওয়াটা হবে স্বপ্নের মতো। এই ম্যাচে মাঠে নামতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব। এখনও পর্যন্ত সিনিয়র জাতীয় দলের জার্সিতে ১০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন ২৭ বছরের এডমুন্ড। মিজো তারকার আশা, ব্রাজিল ম্যাচে খেলার সুযোগ তিনি পাবেন।

ইস্টবেঙ্গলের কাঁটা আজ কোচ মেহতাব

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে গ্রুপ শীর্ষে ওঠার লড়াইয়ে ভবানীপুরের সঙ্গে টক্কর চলছে ইস্টবেঙ্গলের। তিন ম্যাচ বেশি খেলা রঞ্জন চৌধুরীর দল ১০ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগে গ্রুপ 'এ'-র শীর্ষে থেকে সুপার সিক্স নিশ্চিত করেছে। তিন ম্যাচ কম খেলে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার সামনে খিদিরপুর। মেহতাব হোসেনের কোচিংয়ে লিগে শুরুটা ভাল করলেও খিদিরপুর সুপার সিক্সের লড়াই থেকে ছিটকে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল এই ম্যাচ জিতলে ভবানীপুরের আরও কাছে পৌঁছবে।

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তাঁর দলের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে লড়াকু ফুটবল আশা করছেন খিদিরপুরের কোচ মেহতাব। একদা ইস্টবেঙ্গলের মিডফিল্ড জেনারেল লাল-হলুদের ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছিলেন। সেই মেহতাব তাঁর পুরনো দলের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অন্য ভূমিকায় নামবেন।
লিগে মোহনবাগানকে আটকে দিয়েছিল মেহতাবের দল। সেটাই কি প্রেরণা ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে? মেহতাব বলছেন, আমরা সুপার সিক্সের লড়াইয়ে পিছিয়ে পড়েছি। তবু ছেলেরা আশা করি বড় দলের বিরুদ্ধে নিজেদের উজাড় করে দেবে। এই ম্যাচগুলোই তো প্রেরণা।
ইস্টবেঙ্গলকে ভাবাচ্ছে গোলের সুযোগ নষ্টের প্রবণতা। আগের ম্যাচেও বিজয় মুর্মু, আকাশ হেমব্রমরা প্রচুর সুযোগ নষ্ট করেছেন। তাই খিদিরপুরের বিরুদ্ধে ভুল শুধরে বড় জয় চাইছে ইস্টবেঙ্গলের সহকারী কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাস। পি ভি বিষ্ণু, জেসিন টিকেরা না খেলায় বাকিদের কাছেও প্রমাণ করার সুযোগ।

সেপ্টেম্বরেই হয়তো শিল্ড

প্রতিবেদন : আইএফএ শিল্ড আয়োজনের অনুমতি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছ থেকে পেয়ে গেল আইএফএ।
সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে শিল্ড ছয় দলের প্রতিযোগিতা করার পরিকল্পনা করছে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। তিন প্রধান ছাড়াও আইএসএল ও আই লিগের একটি করে দল এবং ঘরোয়া লিগে ভাল খেলা তথাকথিত একটি ছোট দলকে শিল্ডে খেলানো হতে পারে। সূত্রের খবর, চেন্নাইয়িন এফসি, নর্থইস্ট ইউনাইটেডের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কথা বলেছে আইএফএ।

ক্লাবদের চিঠি

প্রতিবেদন : এআইএফএফ ক্লাবগুলিকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, ফুটবলারদের স্যালারি কাপ বা বেতন কাঠামোর যাবতীয় তথ্য প্রকাশ্যে আনতে হবে। ফেডারেশনের সেন্ট্রালাইজড রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমে (সিআরএস) চুক্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আপলোড করা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। কোনও পার্শ্বচুক্তি আড়ালে রাখা যাবে না। খেলোয়াড়দের ইমেজ রাইটস, বোনাস সক্রান্ত যাবতীয় চুক্তি সিস্টেমের আওতায় আনতে হবে।

হেরেও কোর্ট মাতালেন সেরেনা-আলকারেজ

নিউ ইয়র্ক, ২৬ অগাস্ট : গত বছর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ওপেন শুরুর আগে চর্চা ও আকর্ষণের কেন্দ্রে উঠে এসেছে মিক্সড ডাবলস প্রতিযোগিতা। যার ফর্ম্যাটে আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। ফ্যান উইক অর্থাৎ বাছাইপর্বের সপ্তাহে দু'দিন ধরে চলে এই মিক্সড ডাবলস চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৬ দলের এই প্রতিযোগিতায় এবার নোভাক জকোভিচ-আরিনা সাবালেঙ্কা, কার্লোস আলকারেজের সঙ্গে সেরেনা উইলিয়ামসের জুটি নিয়ে আগ্রহের অভাব ছিল না।
জকোভিচ ও সাবালেঙ্কা প্রথম রাউন্ডেই বিদায় নিয়েছেন। দু'টি ম্যাচের বেশি এগোয়নি তাঁদের জুটি। তবে সেরেনা ও আলকারেজের জুটি কোর্ট মাতিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ছিটকে যায়। প্রথম রাউন্ডে সেরেনাদের প্রতিপক্ষ ছিল ইংল্যান্ডের এরিন রাউটলিফ এবং নিউজিল্যান্ডের লয়েড গ্লাসপুল। দুরন্ত সার্ভিসের পাশাপাশি সেরেনার শক্তিশালী রিটার্ন এবং নেটে তাঁর ক্ষিপ্রতা নজর কাড়ে। বুঝিয়ে দেন, কেন ২৩ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ীকে টেনিস ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম সেরা বলা হয়। মার্কিন তারকার জাদুতে মুগ্ধ হয়ে পড়ছিলেন তরুণ আলকারেজও। ৫-৩, ৪-১ ফলে প্রথম রাউন্ডে জিতলেও কোয়ার্টার ফাইনালে বিশ্বের ছ'নম্বরের কাছে হেরে যায় সেরেনা-আলকারেজের জুটি।
আলকারেজ বলছিলেন, এটাও একটা প্রতিযোগিতা। এতদিন পর কোর্টে নামলাম। তা-ও সেরেনার সঙ্গে এক কোর্টে খেলা। অসাধারণ অনুভূতি।

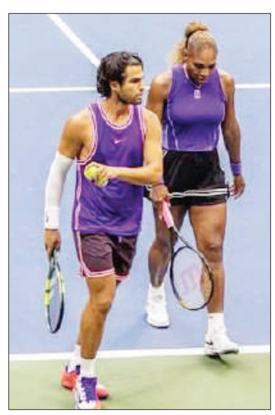
মন জিতলেন সেরেনা-কার্লোস।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

27 August, 2026 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৭ অগাস্ট ২০২৬
বৃহস্পতিবার

নিজেকে বলেছি এশিয়ান গেমসে পদক না জেতা পর্যন্ত বাড়ি ফিরব না। বললেন মিরাবাই চানু

ভিনিকে রক্ষা করুন, রেফারিদের মোরিনহো

মাদ্রিদ, ২৬ অগাস্ট : রিয়াল মাদ্রিদের কোচ হয়ে এসেই ভিনিসিয়াস জুনিয়রের ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন জোস মোরিনহো। তিনি বলেছেন, ফ্যান এবং প্রতিপক্ষ তাঁকে টার্গেট করে। তবে ভিনি এখন শিখছেন কেউ উত্তেজিত করলে কীভাবে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়।

নতুন মরশুমে রিয়ালের প্রথম ম্যাচে ভিনির সঙ্গে একাধিক ঘটনা ঘটেছে। বুধবার ঘরের মাঠে ভিনিরা খেলবেন রিয়াল সোসিয়েদাদের সঙ্গে। ফলে মোরিনহোর চিন্তায় ঘুম উড়েছে। তিনি বলেছেন, মাঠ ও মাঠের বাইরে, এই ব্যাপারটার দুটো দিক আছে। এরমধ্যে ইনসাল্ট রয়েছে। মোরিনহোর আশা ভিনি সমর্থকদের সামলে নিতে পারবেন। এর পরই তিনি রেফারির উপরেও দায় চাপিয়েছেন। বক্তব্য খুব স্পষ্ট, খেলার মধ্যে ভিনিকে রেফারির রক্ষা করতে হবে।

চার বছর টানা রিয়ালের কোচ থাকার পর প্রিমিয়ার লিগে যোগ দিয়েছিলেন মোরিনহো। ১৩ বছর পর তিনি রিয়ালে ফিরেছেন। তিনি বলেছেন, মাঠের মধ্যে কেউ কিছু করলে তাঁর করার কিছু থাকে না। তবে তিনি ফ্যানেদের অন্তত বোঝাতেই পারেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ যেভাবে ভিনিকে আক্রমণ করে যাচ্ছে তাতে মোরিনহো উদ্বিগ্ন। যদি দশটি ফাউলে একটা কার্ড হয় তাহলে আর কি করা যাবে! আফসোস তাঁর।

মোরিনহোর দাবি, এখন তিনি অনেক ঠান্ডা হয়েছেন। গত কয়েক বছর ধরেই সেটা হয়েছে। শান্ত যেমন হয়েছেন, তেমনই নিজের আবেগকেও ধরে রাখতে পারেন। আগে মোরিনহো মানেই ছিল গণ্ডগোল।

কোচ তুলে নিতেই এল জয়, ক্ষুব্ধ রোনাল্ডো

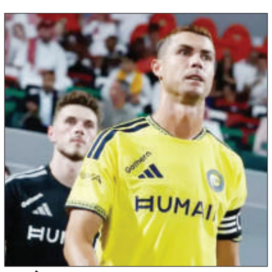

মাঠ থেকে বেরোচ্ছেন রোনাল্ডো।

রিয়াধ, ২৬ অগাস্ট : মরশুমে প্রথমবার আল নাসেরের প্রথম একাদশে জায়গা পেয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাচে সবচেয়ে নাটকীয় মুহূর্তগুলো ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখতে হল বেঞ্চে বসে। প্রথমার্ধেই দু'গোলে পিছিয়ে পড়া আল নাসের পর্তুগিজ মহাতারকাকে ছাড়াই আল ইত্তেফাকের বিরুদ্ধে ৩-২ জিতে দুরন্ত প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখেছে। তা-ও আবার ১২ মিনিটেই দশজন হয়ে যাওয়ার পর। জোড়া গোল করে আল নাসেরের জয়ের নায়ক সাদিও মানে।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রোনাল্ডোকে তুলে নেন কোচ অ্যাঞ্জ পোস্তেকোগলু। ব্যাপারটা যে পর্তুগিজ কিংবদন্তির ভাল লাগেনি, তা মাঠ ছাড়ার সময় রোনাল্ডোর হতাশা প্রকাশের প্রতিক্রিয়াতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সিআর সেভেনের শরীরী ভাষাতেই পরিষ্কার হয়ে যায়, কোচের সিদ্ধান্ত তাঁর পছন্দ হয়নি। প্রথমার্ধে মাত্র সাতবার বল স্পর্শ করা রোনাল্ডোর দু'টি শটের একটি পোস্টে লেগে প্রতিহত হয়।

১২ মিনিটে প্রতিপক্ষের মুসা দেম্বেলেকে বিপজ্জনক ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন আল নাসেরের গোলকিপার বেন্তো। এরপর ৩১ মিনিটে ও প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে গোল করে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আল ইত্তেফাক। দ্বিতীয়ার্ধে রোনাল্ডোকে ছাড়াই আল নাসের দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়ায়। ৭৪ মিনিটে মানে গোল করে ব্যবধান কমান। তিন মিনিট পর আবদুল্লাহ আল আমারি সমতা ফেরান। ম্যাচের সংযুক্ত সময়ে আবারও গোল করে আল নাসেরের জয় নিশ্চিত করেন মানে। ম্যাচের পর কোচ পোস্তেকোগলু বলেন, রোনাল্ডোকে তুলে নেওয়াটা ছিল কৌশলগত সিদ্ধান্ত। এই জয়ে সৌদি প্রো লিগের শুরুতে জয়ের হ্যাটট্রিক করে ৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল নাসের।

বিশ্বকাপে আজ পঞ্চম স্থানের লক্ষ্যে মেয়েরা

আমস্টেলভিন, ২৬ অগাস্ট : বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ড্র করে সেমিফাইনালে খেলার স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে ভারতের মহিলা হকি দলের। তবে ১৯৭৪ সালের পর বিশ্বকাপে সেরা ফল করার সুযোগ পাচ্ছে সালিমা টেটের দল। ৫২ বছর আগে চতুর্থ স্থানে শেষ করেছিল মেয়েরা। বৃহস্পতিবার নেদারল্যান্ডসের আমস্টেলভিনে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান নির্ধারণ ম্যাচে নামছে সোর্দ মারিনের ভারত। সামনে জার্মানি। ধারে-ভারে জার্মান মেয়েরা এগিয়ে থাকলেও সালিমা, দীপিকাদের কাছে সুযোগ রয়েছে তাদের হারিয়ে পঞ্চম স্থানে বিশ্বকাপ শেষ করার। '৭৪-এর পর কখনও পঞ্চম স্থানে শেষ করতে পারেনি ভারতের মেয়েরা। এবারের বিশ্বকাপে অলিম্পিকে রুপোজয়ী চিনকে রুখে দিয়েছে মারিনের ভারত। এরপর ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের সঙ্গে ড্র করেছেন দীপিকারা। কিন্তু গোল নষ্টের প্রবণতাই ভুগিয়েছে ভারতকে। জামানির বিরুদ্ধে সেই জায়গাতেই উন্নতি চাইছেন সালিমারা।

বোর্ড এজিএম ১৮ সেপ্টেম্বর

মুম্বই, ২৬ অগাস্ট : নির্বাচন হচ্ছে না। পাদাধিকারীদের মধ্যে বড় কোনও রদবদলও হওয়ার নেই। তাই বিসিসিআই-এর এবারের বার্ষিক সাধারণ সভা ঘিরে উত্তেজনার কিছু থাকছে না। সমস্ত সদস্য ও অনুমোদিত সংস্থাগুলিকে চিঠি পাঠিয়ে বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া জানিয়েছেন, ১৮ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ১১টায় মুম্বইয়ে ভারতীয় বোর্ডের সদর দফতরে বসবে ৯৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা। বোর্ড প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ তো বটেই, সচিব, যুগ্মসচিব কিংবা কোষাধ্যক্ষ পদেও বদলের সম্ভাবনা কম। তবে সভায় আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলে দু'জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ইউএস ওপেনের কোর্টে তারকার মেলা

পঁয়তাল্লিশেও ফেডেরার সেই আগের মেজাজেই

প্রদর্শনী ম্যাচে স্বমেজাজে ফেডেরার।

নিউ ইয়র্ক, ২৬ অগাস্ট : তারকাদের প্রদর্শনী ম্যাচ দেখল আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়াম। দেখল না বলে বলা উচিত চেটেপুটে উপভোগ করল। আর করারই কথা। কোর্টে নেমেছিলেন রজার ফেডেরার, জন ম্যাকেনরো, আন্দ্রে আগাসি, অ্যান্ডি রডিকদের মতো প্রাক্তনরা।

এসব ম্যাচে রেজাল্ট কোনও ব্যাপার নয়। তাও এক সেটের ম্যাচে ফেডেরার ৬-৩-এ হারান রডিককে। পরে ম্যাকেনরোর সঙ্গে জুটি বেঁধে আগাসি ও রডিককে হারিয়েছেন ৭-৫ গেমে। ২০টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ফেডেরার ২০২২-এ অবসর নিয়েছেন। কিন্তু এখনও ইউএস ওপেনের কোর্টে আগের মতোই জনপ্রিয়। তাঁকে ও সঙ্গী প্রাক্তনদের দেখে তুমুল উচ্ছ্বাস দেখিয়েছেন ভক্তরা।

ফেডেরার পরে বলেন, আবার নিউ ইয়র্কে এসে খুব ভাল লাগছে। এখানে অনেক স্মৃতি আছে। ২০০৪, ২০০৫-এ বোধহয় ইউএস ওপেনে আসা শুরু করেছিলাম। এখানে অনেক জিতেছি। অনেক ভালোবাসাও পেয়েছি। ২০১৯-এ শেষবার ইউএস ওপেন ফাইনাল খেলেছেন সুইস তারকা। পাঁচবার এখানে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। তিনি বলেন, প্রথম দিন থেকে আমি এই কোর্টের প্রেমে পড়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে আন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ৬-১, ৬-২, ৬-৪-এ হেরে গিয়েছিলাম। ও উড়িয়ে দিয়েছিল। নিজেকে তখন বলেছিলেন, ঠিক আছে। এত তাড়াতাড়ি কিছু হবে না।

স্টেডিয়ামে প্রদর্শনী ম্যাচ উপলক্ষ্যে সবাই ছিলেন উৎসবের মেজাজে। উপস্থিন ছিলেন বহু সেলিব্রিটিও। ছিলেন সেরেনা উইলিয়ামস, ক্যাসপার রুডের মতো টেনিস প্লেয়াররাও। সম্প্রতি ৪৫ হয়েছে ফেডেরারের। তাঁকে ও অন্যদের স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। গ্যালারিতেও ছিল আবেগের হাওয়া।

পাক ম্যাচের চাপ নিয়ে চিন্তায় হরমন

এশিয়া কাপ

মুম্বই, ২৬ অগাস্ট : পরের মাসের শুরুতেই এশিয়া কাপ ক্রিকেটে খেলবে ভারত ও পাকিস্তানের মহিলা দল। তার কিছুদিন পরে এশিয়ান গেমসেও পরস্পরের মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের মেয়েরা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলার সময় ঠিক কেমন অনুভূতি হয়? ম্যাচের আগেই বা পরিস্থিতি কেমন থাকে? এশিয়া কাপের দ্বৈরথের আগে তা নিয়ে কথা বলেছেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। তিনি মনে করেন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের সঙ্গে বাকি কোনও ম্যাচের তুলনা করা উচিত নয়। একইসঙ্গে হরমন বুঝিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তান ম্যাচের চাপ সামলানো বেশ কঠিন চ্যালেঞ্জ। এশিয়া কাপে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবেন হরমনপ্রীতরা। কয়েকমাস আগেই বিশ্বকাপে মেয়েরা পাকিস্তানকে হারিয়েছে। এশিয়া কাপের আগে হরমন বলেছেন, এই ম্যাচ খুবই চাপের। ক্রিকেটার হিসেবে অনেক কিছুই মাথায় রাখতে হয়। আন্তজর্তিক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা এই ম্যাচে খুব কাজে লাগে। কিন্তু এই ম্যাচে যে চাপ থাকে, তার সঙ্গে কোনও ম্যাচের তুলনা হয় না। যোগ করেন, প্রত্যেক ভারতবাসী এই ম্যাচ দেখেন। চোখ থাকে তাঁদের টিভির পর্দায়। তবে আমরা চেষ্টা করি, পারিপার্শ্বিক চাপ না নিয়ে সহজভাবে ম্যাচটা খেলতে।

বুমরাকে সরিয়ে শীর্ষে স্টার্ক

দুবাই, ২৬ অগাস্ট : টেস্টে দীর্ঘদিন ধরে আইসিসি ক্রমতালিকায় এক নম্বর বোলারের জায়গাটা ধরে রেখেছিলেন জসপ্রীত বুমরা। প্রায় আড়াই বছর পর ভারতীয় স্পিডস্টার সিংহাসনচ্যুত হলেন। শীর্ষস্থান হারালেন মিচেল স্টার্কের কাছে। অস্ট্রেলিয়ার বাঁ-হাতি ফাস্ট বোলার কেরিয়ারে প্রথমবার টেস্ট বোলারদের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে এলেন। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথমবার টেস্টে বিশ্বের এক নম্বর বোলার হয়েছিলেন বুমরা। সেই থেকে তিনি এক নম্বর জায়গা ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে চলতি শ্রীলঙ্কা সিরিজে চোটের কারণে খেলতে পারছেন না ভারতের তারকা পেসার। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে টেস্টে বোলারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষস্থান পেলেন স্টার্ক।

মাঠে ময়দানে
27 August, 2026 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে ৪ উইকেট নিয়ে উত্তরাঞ্চলকে জেতালেন অর্শদীপ সিং। বললেন লাল বলে খেলার সুযোগই পাই না!

কলম্বো-জয় এখন সময়ের অপেক্ষা

ভারত ৫০৩/৯ ডি:
শ্রীলঙ্কা ২৯০ ও ২২৯/৬

কলম্বো, ২৬ অগাস্ট : ঠিক আগের দিনের মতোই বৃষ্টি এল শেষ বিকেলে। প্রথমে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। পরে ঝমঝমিয়ে। মাঠকর্মীরা নিল কভার নিয়ে প্রাণপণে ছুটলেন। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। আগের দিনের মতোই নির্ধারিত সময়ের আগে শেষ হল দিনের খেলা।

শ্রীলঙ্কা তখন ৬ উইকেটে ২২৯। ভারতের থেকে ১৬ রান এগিয়ে। প্রশ্ন হল শ্রীলঙ্কা শেষদিনে কত লিড নেবে। দুই নট আউট ব্যাটার দিনুশা ৭ ও নুয়াঙ্কা ৩। দিনুশা দুর্ধর্ষ ফর্মে রয়েছেন। কিন্তু মুশকিল হল— মনে হয় না তেমন সঙ্গী পাবেন যে লড়াই বহুদূর টেনে নিয়ে যেতে পারবেন। তাছাড়া চতুর্থ দিন লাঞ্চের পর থেকে বল ঘুরতে শুরু করেছে। প্রায় স্কোয়ার টার্ন। ৬টির মধ্যে ৪টি উইকেট গেল স্পিনারদের পকেটে। দুটি মানব সুতার। একটি করে জাদেজা ও সারাংশ জৈনের। বাকি দুটি উইকেট সিরাজ এবং প্রসিধ কৃষ্ণর।

দিনের শেষে শ্রীলঙ্কা যতই হারার মতো জায়গায় থাকুক, লাঞ্চের পর একটা সময় কিন্তু শুভমনদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছিল। ২ উইকেট ৬৩ রানে চলে যাওয়ার পর পসিন্দা সূর্যবান্দারা আর মেন্ডিস মিলে ১১৫ রান যোগ করেন। পাসিন্দা ৯২ ও মেন্ডিস ৫৫ রান করেছেন। তখন মনে হচ্ছিল পাল্টা লড়াই দিচ্ছে শ্রীলঙ্কা। ফলো অন করে কে কোথায় কবে অঘটন ঘটিয়ে দিয়েছিল সেই আলোচনা শুরু হয় যায়। কথা হচ্ছিল শ্রীলঙ্কা কত রানের লিড নিতে পারে। শেষদিনে ঘূর্ণি ট্র্যাকে ভারতকে চাপে ফেলা যাবে কিনা।

কিন্তু ক্রিকেট ভারি অনিশ্চয়তার খেলা। এই এক তো পরক্ষণেই আরেক! তাই এসব ভাবনার মধ্যে ৩ উইকেটে ২০৯ থেকে শ্রীলঙ্কা ৬ ওভারের মধ্যে ২১৮/৬ হয়ে গেল। ব্যাস, ক্রিকেটের যাবতীয় রূপকথার ঝাঁপি ঝটপট বন্ধ হয়ে গেল। আবার শ্রীলঙ্কার হারের মেঘ কলম্বোর আকাশে ছেয়ে গেল। আসলে স্পিনাররা পরের দিকে অনেকটা করে টার্ন পেয়েছেন। বিশেষ করে মানব। লম্বা হওয়ায় উঁচু থেকে বল ছাড়েন। আর বাঁহাতি অর্থোডক্স স্পিনারের হাতে বেশ টার্ন আছে। এটা তিনি উইকেট থেকে আদায় করে নেন।

শ্রীলঙ্কা সকালে ২৯০ রানে গুটিয়ে যায়। দিনুশা প্রথম দফায় ১০৩ রান করেছেন। কিন্তু তাতে লাভ বিশেষ হয়নি। সুতার ও প্রসিধ ৩টি করে উইকেট নিয়েছেন। অভিষেক টেস্টে নামা সারাংশ নিয়েছেন ২টি উইকেট। তবে শুভমনের ফলো অন করার সিদ্ধান্ত অনেকের পছন্দ হয়নি। বরং তাঁরা কিছুটা সময় ব্যয় করলে উইকেট আরও খারাপ হত। বল আরও বেশি টার্ন করত। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটাররা আরও বেশি ক্লান্ত হতেন। কিন্তু শেষ বেলায় যা দাঁড়াল তাতে এসব আলোচনা অনর্থক বলেই মনে হচ্ছে।

অভিষেক টেস্টে তিন উইকেট হয়ে গেল সারাংশের। স্পোর্টস ক্লাবের মাঠের ছবি।

কলম্বোতেও ভারতকে জয়ের দরজায় নিয়ে গেলেন সুতার। বুধবার।

ডায়াসের মাথায় সেই '৮৫-র জয়

কলম্বো, ২৬ অগাস্ট : তিনি এখন শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটে জুনিয়র ট্যালেন্ট খুঁজে বেড়াচ্ছেন। দেখে কে বলবে ৪১ বছর আগে তাঁর হাত ধরে শ্রীলঙ্কা টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম জয় পেয়েছিল। রয় ডায়াসের বয়স হয়েছে। কিন্তু পুরোনোরা মিলিত হলে এখনও ১৯৮৫-র সেই জয়ের কথা বলেন। ভারতকে ১৪৯ রানে হারিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। ডায়াস দুই ইনিংসে ৯৫ ও অপরাজিত ৬০ রান করেছিলেন।

ডায়াসের কথায়, ওটা ছিল একটা অসাধারণ টেস্ট জয়। শ্রীলঙ্কার টেস্ট ইতিহাসের প্রথম জয়। এটা আমাদের সবার জন্য একটা অনুপ্রেরণা। এখনও সবাই একসঙ্গে হলে এটা নিয়ে কথা বলি। আর কেন বলব না! ভারত সেরা দল নিয়ে এসেছিল। তখন ওরা ৫০ ওভারের ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ওই সফরের আগে সবাই কপিলদেবকে নিয়ে কথা বলেছিল। অসাধারণ বোলার। চেতন শর্মাও ভাল বোলার ছিল। ডায়াসের অবশ্য এতদিন পরেও প্রথম ইনিংসে ৯৫ রানে আউট হওয়ার আফসোস যায়নি। চেতনের বলে ড্রাইভ মারতে গিয়েছিলেন। ক্যাচ চলে গিয়েছিল কিপার সদানন্দ বিশ্বনাথের হাতে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ৬০ নট থেকে দলকে জিতিয়ে ফিরেছিলেন ডায়াস।

কলম্বো টেস্টের ফাঁকে ৭৩ বছরের ডায়াস বলেন, ১৮৮৫-এর সেই জয় শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটের ভিত গড়ে দিয়েছিল। সিরিজ শেষে তাঁদের অনেকে কেঁদে ফেলেছিলেন। তিনি এখন চান বর্তমান জমানার ক্রিকেটাররা সেই ঐতিহ্য ধরে রাখুন। বর্তমান অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভার উপরেও তাঁর অগাধ আস্থা। ডায়াসের কথায়, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব নেই। তারাই ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তাঁর সময়ে অধিনায়ক ছিলেন দিলীপ মেন্ডিস। ডায়াস বলছেন, মেন্ডিস গোটা দলকে একসুতোয় বেঁধে রেখেছিলেন। তবে সেরা ফর্মের অরবিন্দ ডি সিলভার থেকে বড় ক্রিকেটার তিনি দেখেননি। অর্জুন রণতুঙ্গাও ডায়াসের চোখে অসাধারণ ক্রিকেটার ছিলেন। পুরোনো দিনের কথা টেনে তাঁর সঙ্গে রাহুল দ্রাবিড়ের যে ভাল সম্পর্ক ছিল সেটাও তিনি মনে করিয়ে দেন।

ইমরানের মানসিক দৃঢ়তায় আস্থা রামিজের

ইসলামাবাদ, ২৬ অগাস্ট : পাকিস্তানের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ও প্রাক্তন অলরাউন্ডার ইমরান খানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ অব্যাহত। প্রায় তিন বছর ধরে কারাবন্দি রয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। সম্প্রতি ইমরানের যথাযথ চিকিৎসা এবং তাঁর সঙ্গে মানবিক আচরণের দাবিতে পাকিস্তান সরকারকে চিঠি দিয়েছেন কপিল দেব, সুনীল গাভাসকর-সহ বিভিন্ন দেশের ২১ জন প্রাক্তন ক্রিকেটার। তবে সেই তালিকায় কোনও পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নাম না থাকায় প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে ইমরানকে নিয়ে মুখ খুলেছেন তাঁর প্রাক্তন সতীর্থ রামিজ রাজা।

এক পডকাস্টে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক অ্যালেস্টার কুক এবং ডেভিড লয়েডের সঙ্গে কথোপকথনে ইমরানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দেন রামিজ। কুকদের রামিজ বলেন, ইমরান নিঃসঙ্গ অবস্থায় রয়েছে। তিন বছর ধরে কারাগারে রয়েছে। ওর জন্য খুবই কঠিন সময়। কুক জানতে চান, শারীরিকভাবে ইমরান ঠিক আছেন কি না! জবাবে রামিজ বলেন, এক সপ্তাহ আগেই ইমরানের চোখে কিছু সমস্যা হয়েছিল। মনে হচ্ছে, সেটা ঠিক হয়ে গিয়েছে। না হলে হয়তো যে কোনওভাবে পরিস্থিতি সামলে নিয়েছে। আমরা সকলেই জানি ইমরানের মানসিক দৃঢ়তা সম্পর্কে।